অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : হেদায়েত

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : হেদায়েত

ভূমিকা

লেখক, নামকরণ ও সময়কাল

হেদায়েতকারী কিতাবটির ইংরেজী নাম *Ecclesiastes*, যা এসেছে কিতাবটির ল্যাটিন ভলগেট অনুবাদের শিরোনাম থেকে (*Liber Ecclesiastes*)। এই নামটি কিতাবের ১:১ আয়াতে লেখকের পদমর্যাদার অ্যাংলো-গ্রীক ও ল্যাটিন সংস্করণ (গ্রীক *ekklēsiastēs;* হিব্রু *Qoheleth*) থেকে এসেছে। হিব্রু শব্দটি "জমায়েত" শব্দটির প্রায় কাছাকাছি অর্থবোধক (হিব্রু *qahal*)। সম্ভবত কোন জমায়েতের প্রতি বক্তব্য দেন এমন একজন ব্যক্তিকে সম্বোধন করতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ কারণে কিতাবটির নাম অনেক সময় "তবলিগকারী" হিসেবে অনুবাদ করা হয়ে থাকে। এছাড়া এই নামটি দিয়ে এমন কাউকে বোঝানো হতে পারে যিনি কোন জমায়েত বা জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দানকারী। *Qoheleth* নামটি কারও ব্যক্তিগত নাম, নাকি কোন উপাধি তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা তর্ক বিতর্ক রয়েছে, যদিও ১২:৮ আয়াত দেখলে নামটিকে উপাধি হিসেবে বিবেচনা করাটাই সমীচীন বলে মনে হয়।

প্রথম কথা, কিতাবটির রচয়িতা অজ্ঞাত, যেহেতু কোথাও কোন ব্যক্তির নাম রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি। তবে ইহুদী ও ঈসায়ী পণ্ডিত ও ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা অনুসারে এই কিতাবটির রচয়িতা হলেন বাদশাহ্ সোলায়মান (খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দী), যেহেতু কিতাবটির রচয়িতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে "তিনি দাউদের পুত্র, জেরুশালেমের বাদশাহ্" (১:১) এবং সকলের চেয়ে বেশি জ্ঞানবিশিষ্ট (১:১৬) এবং তাঁর রাজত্ব অত্যন্ত সুসমৃদ্ধশালী ছিল (২:১-৯; এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্ ৩-৪ অধ্যায়)। তবে কিতাবটির রচয়িতা হিসেবে সোলায়মানকে ধারণা করা হলেও এর বিপরীতে বেশ কিছু প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, যেমন: (১) "দাউদের পুত্র" বলতে বাদশাহ্ দাউদের বংশের যে কোন আইনগত উত্তরাধিকারীকে বোঝাতে পারে, যেভাবে মথি ১:২০ আয়াতে এই উপাধির মাধ্যমে ইউসুফকে বোঝানো হয়েছে এবং সমগ্র ইঞ্জিল শরীফ জুড়ে বিভিন্ন স্থানে ঈসা মসীহ্কে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। (২) কিতাবটির বিভিন্ন অংশ জুড়ে হিব্রু ভাষার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তা এই কিতাবটির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর আরও পরবর্তী সময়কে নির্দেশ করে থাকে। যদিও অনেক গবেষক এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন যে, তৎকালীন বিভিন্ন বিদেশী ভাষা যেমন ফিনিশীয় বা অরামীয় ভাষার প্রভাবের কারণে, বা আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবের কারণে, কিংবা পরবর্তী সময়ে অনুলিপিকারদের পরিবর্তিত আধুনিক ভাষার প্রভাবের কারণে এই ভাষাগত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। (৩) রচয়িতার কিছু কিছু বক্তব্যে এমন একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করা যায় যার সাথে বাদশাহ্ সোলায়মানের আমলের কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন অবস্থাদৃষ্টে অনেকেই তাঁর আগে জেরুশালেমের বাদশাহ্ হিসেবে উপনীত হয়েছিলেন (হেদায়েত ১:১৬; ২:৭,৯; যদিও এখানে হয়তো ন-ইসরাইলীয় বাদশাহ্দের কথা বোঝানো হয়ে থাকতে পারে); সে সময় মানুষ প্রকাশ্যে অন্যায় ও অবিচার করতো (৩:১৬-১৭; ৪:১-৩; ৮:১০-১১) এবং তিনি এর আগের বাদশাহ্দের হীনবুদ্ধিতা দেখেছেন (৪:১৩-১৬; ১০:৫-৬) এবং তাদের রাজকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করতে দেখেছেন (৮:২-৯)।

অপরদিকে অন্যান্য সম্ভাব্য রচয়িতাদের নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে, কারণ পরবর্তী সময়ের "জেরুশালেমের অন্য কোন বাদশাহ্কে" খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর ব্যাপার (১:১), যিনি সোলায়মানের মত "আগে জেরুশালেমে যেসব শাসনকর্তা ছিলেন, সেই সকলের চেয়ে বেশি জ্ঞানবিশিষ্ট" হওয়ার (১:১৬), বা "আগে জেরুশালেমে যাঁরা ছিলেন, সেগুলো থেকে গোমেষাদি পশুধন বেশি" থাকার দাবীদার হতে পারেন (২:৭)। কিতাবটির রচয়িতার পরিচয় অজ্ঞাত থাকার কারণে এবং এর ভাষাগত উৎপত্তি নির্ণয়ে জটিলতা থাকায় অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী মনে করেন কিতাবটির রচয়িতা হিসেবে সোলায়মানকে অভিহিত করাটাই উত্তম, যদিও অনেকে দৃঢ় ধারণা পোষণ করেন যে, কিতাবটি সোলায়মানের পরবর্তী যুগের কেউ রচনা করেছেন। যাই হোক না কেন, কিতাবে লিপিবদ্ধকৃত সমস্ত জ্ঞানের কথার চূড়ান্ত উৎস হলেন সেই "রাখাল" (১২:১১), অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ (পয়দা ৪৮:১৫; জবুর ২৩:১; ২৮:৯; ৮০:১)।

হেদায়েতকারী কিতাবের বিষয়বস্তু এবং ব্যাখ্যা

হেদায়েতকারী কিতাবের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি অশান্ত ও বিশৃঙ্খল দুনিয়ার পতিত মানবের মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয়ের প্রয়োজনীয়তা। তবে কিতাবটির এই অনন্য বৈশিষ্ট্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

সন্দেহবাদ, আশাবাদ, ধর্মীয় ও দার্শনিক নৈরাশ্যবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। এক্ষেত্রে কখনো রচয়িতার নিজস্ব ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, আবার কখনো দুনিয়াবী বা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বজনীন নৈরাশ্যবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বিশ্বস্ততাপূর্ণ ঈমান, প্রচলিত মতের বিরোধিতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ইত্যাদি। কিতাবটির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এর মধ্যকার আপাত পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলো সহাবস্থান করতে পেরেছে: (১) কিতাবটিতে বারবার "অসারের অসার" কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে (মূল বিষয়বস্তুসমূহ দেখুন) এবং এই বিষয়ভিত্তিক বক্তব্যটি যদি কেউ প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করতে পারেন তাহলে তিনি এই পুরো কিতাবটির ভাবধারা অনুধাবন করতে পারবেন। (২) কিতাবটি থেকে কোন একক বার্তা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা বেশ জটিলতার মুখে পড়বে, কারণ এখানে বেশ কিছু মৌলিক পরস্পর বিরোধী বিষয়ের অবতারণা ঘটেছে। যেমন, ৭:১২ আয়াতে "প্রজ্ঞা নিজের অধিকারীর জীবন রক্ষা করে," কিন্তু ২:১৬ আয়াতে তারই বিপরীত বক্তব্য দেখতে পাওয়া যায়। ৪:২ আয়াতে দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় বলা হয়েছে, কিন্তু ৯:৪-৬ আয়াত অনুসারে মৃত্যুর চেয়ে জীবন উত্তম। (৩) কিতাবটির রচয়িতা বেশ কিছু বক্তব্য রেখেছেন যা আপাত দৃষ্টিতে দেখলে একেবারেই প্রচলিত মতের বিরোধী (যেমন ৭:৬ আয়াত) এবং সেগুলো কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য আয়াতের বিপরীত মত পোষণ করে (উদাহরণস্বরূপ ২:১৬ আয়াতের সাথে মেসাল ৩:১৮ আয়াতের তুলনা করুন; হেদা ১১:৯ আয়াতের সাথে শুমারী ১৫:৩৯ আয়াতের তুলনা করুন)। কিতাবটির উপসংহারে (হেদায়েত ১২:৯-১২) রচয়িতার প্রজ্ঞার বক্তব্যের যথার্থতার সপক্ষে বক্তব্য রাখা হয়েছে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে, উপসংহারের এই আয়াতগুলো রচয়িতার শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং তাঁর রচনার উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছে। সে কারণে এই আয়াতগুলো পরবর্তীতে কোন এক সময় ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে এই কিতাবে সংযুক্ত করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। বস্তুত শেষের এই আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে কিতাবের আপাত পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলোকে পাঠকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।

কিতাবটিতে যে ভঙ্গিতে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে করে এর রচয়িতা বস্তুত নৈরাশ্যবাদী নন, বরং তিনি সনাতনী ধারণায় বিশ্বাসী, যিনি আল্লাহ্ ও মানব জাতির সহাবস্থান ও অস্তিত্বের উপর ভিত্তি করে কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রজ্ঞাকে নতুন ও ব্যাপক পরিসরে প্রকাশ করেছেন। উপসংহারে কিতাবটির সবচেয়ে গুরুত্বহ বিষয়গুলোকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে (মূল বিষয়বস্তুসমূহ দেখুন, সেই সাথে ১২:১৩-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। একাধিক ক্ষেত্রে কিতাবটি অন্যান্য প্রজ্ঞার কিতাবের উদ্ধৃতি টানা হয়েছে (৫:২ আয়াতের সাথে মেসাল ১০:১৯ আয়াতের তুলনা করুন; হেদা ৫:১৫ আয়াতের সাথে আইউব ১:২১ আয়াত; হেদা ৭:১ আয়াতের সাথে মেসাল ২২:১ আয়াত; হেদা ৮:১২ আয়াতের সাথে মেসাল ১:৭ আয়াত; হেদা ১০:৩ আয়াতের সাথে মেসাল ১৩:১৬ আয়াত তুলনা করুন)। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে "মাবুদের প্রতি ভয়" (হেদা ৩:১৪; ৫:৭; ১২:১৩-১৪ আয়াতের নোট দেখুন), এভাবে কিতাবুল মোকাদ্দসের বৃহত্তর বক্তব্যের সাথে এই কিতাবের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

একই সাথে কিতাবের রচয়িতা তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা যা বলেন তিনি শুধু সেগুলোরই প্রতিফলন ঘটান নি। একজন প্রকৃত জ্ঞানবান শিক্ষকের মত তাঁর রয়েছে মর্মভেদী পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা এবং দৃঢ়ভাবে ও প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বক্তব্য রাখার বিশেষ দক্ষতা, যা তাঁর পাঠকদেরকে আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং প্রতিফলন ঘটাতে উৎসাহিত করে। এই কিতাবে যে সমস্ত জটিলতা বা পরস্পর বিরোধী মত পাওয়া যায় সেগুলোকে কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে যুক্তিগ্রাহ্য উপায়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব: (১) রচয়িতার উদ্দীপনামূলক রচনাশৈলী; (২) প্রজ্ঞার ও জ্ঞানের শিক্ষা দানের সাধারণ কৌশল, যা সম পর্যায়ের আপাত পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলোকে তুলে ধরে (যেমন মেসাল ২৬:৪-৫) এবং এর ভিত্তিতে কোন শিক্ষাটি এখান থেকে গ্রহণ করা প্রয়োজন তার ভার পাঠকের উপরেই ন্যস্ত করে; এবং (৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সত্যটি প্রয়োগযোগ্য সেটিকে বক্তব্যে না এনে বা সেটির উপরে আলোকপাত না করে (যা মেসাল কিতাবের ক্ষেত্রেও দেখা যায়) এর রচয়িতা একটি একক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে তাঁর বক্তব্য ও মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন (যেমন হেদায়েত ৪:৭-৮; ৫:১৩-১৪; ৯:১৩-১৬), যা পাঠকের স্বাভাবিক প্রত্যাশার চাইতে ভিন্ন কিছু প্রকাশ করে (যেমন ৪:১৩–১৬; ৯:১১)। এভাবেই কিতাবের রচয়িতা জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কে যে সাধারণ বর্ণনা পাওয়া যায় তাকে অগ্রাহ্য করেন নি। একই সাথে তিনি একটি পতিত ও বিশৃঙ্খল দুনিয়াতে মানুষের জীবন যে সকল জটিলতার মুখে পড়তে পারে সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রয়েছেন। যার কারণে পাক-কিতাবের অন্যান্য জ্ঞানের কিতাবে যে ধরনের ভাবধারা ও অলিখিত নিয়ম দেখা যায় তার সাথে এই কিতাবের বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

কিতাবের রচয়িতা "খুঁজে বের করা" কথাটির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বক্তব্যগুলো রেখেছেন এই কিতাবে (৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রত্যেকটি মানুষ এই দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র পথ খুঁজে পেতে চায় এবং

তা অনুধাবন করতে চায়, কিন্তু তিনি পারেন না, কারণ তিনি আল্লাহ্ নন। তথাপি যারা ঈমান আনে তারা হতাশ না হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে নিজেদেরকে সংযুক্ত রাখে, কারণ আল্লাহ্ তাঁর প্রতি তাদের ঈমান দেখতে চান। তাদের উচিত এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণের ভার আল্লাহ্‌র উপরেই ন্যস্ত করা এবং সেই সাথে তারা যখন আল্লাহ্‌কে চোখে দেখতে পাচ্ছে না তখনও "আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও তাঁর হুকুম সকল পালন কর" এই আদেশের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা ও সেই অনুসারে চলা। এটিই প্রকৃত প্রজ্ঞা।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ কিতাবের মত হেদায়েতকারী কিতাবটিরও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র লোকদের কাছে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রকাশ ঘটানো (১২:৯-১১) এবং তাদেরকে মাবুদের প্রতি ভয় করতে শিক্ষা দেওয়া। রচয়িতার যে উপাধি কিতাবে বলা হয়েছে তাতে করে তিনি এই কিতাবটির বক্তব্যগুলো বক্তৃতা আকারে কোন জন সমাবেশে বলেছেন বলেই মনে হয় (লেখক, নামকরণ ও সময়কাল দেখুন)। অবশ্য ৫:১-৭ আয়াতে তিনি যে উপদেশগুলো দিয়েছেন তাতে করে মনে হতেও পারে যে, তিনি হয়তো এবাদতখানার বাইরে অন্য কোথাও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়েছেন। রাজসভার পরামর্শক (৮:১-৯) এবং সেই সাথে সাধারণ কৃষকদের (১১:৬) প্রতি তাঁর বক্তব্যের কারণে তাঁর শ্রোতাদের মধ্যকার আর্থ-সামাজিক পার্থক্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

১. *মানব জাতির পতনের নিদারুন বাস্তবতা*। হেদায়েতকারী জানেন এবং তিনি এ কারণে অত্যন্ত ব্যথিত যে, এই সমগ্র সৃষ্টজগত ও তার "উদ্দেশ্য বিফল হয়েছে" এবং "সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্যন্ত একসঙ্গে ভীষণ প্রসব-বেদনায় আর্তনাদ করছে" (রোমীয় ৮:২০,২২)। তাঁর সবচেয়ে বড় মনোকষ্টকে দেখা যেতে পারে এমন একজন ব্যক্তির ক্রন্দন হিসেবে, যে "অন্তরে আর্তনাদ" করছে, কারণ তিনি নাজাতের যুগের জন্য আকুলভাবে প্রতীক্ষা করছেন (রোমীয় ৮:২৩ আয়াত দেখুন)। এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্য বিফল হওয়ার কথা বলার সময় তিনি গ্রীক *mataiotēs* শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা হেদায়েতকারী কিতাবের সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণে "অসার" (হিব্রু *hebel*) শব্দটিকে বোঝাতে ৩৮ বার ব্যবহার করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, রোমীয় ৮:১৮ থেকে পরবর্তী আয়াতগুলো রচনার ক্ষেত্রে চিন্তার পটভূমি হিসেবে প্রেরিত পৌল হেদায়েতকারী কিতাবকে অবলম্বন করেছেন। নিম্নে আলোচিত কিতাবটির অন্যান্য মূল বিষয়বস্তুতেও পতন ও এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব আরও বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

২. *জীবনের অসারতা*। কিতাবটি শুরু এবং শেষ করা হয়েছে এই বিস্ময়সূচক বাক্য দিয়ে: "অসারের অসার! সকলই অসার!" (হেদায়েত ১:২; ১২:৮)। "অসার" শব্দটি পুরো কিতাব জুড়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ, কারণ কিতাবটিতে শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় মোট ৩৮ বার, যা পুরো কিতাবুল মোকাদ্দসে শব্দটির উল্লেখের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ। কিন্তু শব্দটির মূল অর্থের অনুবাদ করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "বাষ্প" এবং এর দ্বারা বায়বীয়, ক্ষণস্থায়ী ও মায়াবী কোন কিছুর চিত্র ফুটে ওঠে, যার প্রত্যেকটি উল্লেখ থেকে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র প্রকাশ পায়। মানবীয় কার্যকলাপ বা দুনিয়াবী জীবনের আনন্দ ও ভোগ বিলাসিতার প্রসঙ্গে এই শব্দটি নির্দেশ করে " দুনিয়ার বর্তমান রূপ লোপ পেতে চলেছে" (১ করি ৭:৩১)। পতিত এই দুনিয়াতে জীবন ধারণের অন্ধকারাচ্ছন্ন বাস্তবতায় প্রয়োগ করলে শব্দটি প্রকাশ করে নৈরাশ্য, ক্রোধ এবং দুঃখ। সমস্ত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য অনুসন্ধানের প্রতি প্রয়োগ করলে শব্দটি এমন কিছুকে নির্দেশ করে যা লেখকের কাছে অবোধ্য বা উপলব্ধির অতীত (যেমন হেদায়েত ১:১৪-১৫)। শেষে যে প্রয়োগটির কথা বলা হল তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কিতাবটির উদ্দেশ্য হিসেবে প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে জীবনের সমস্ত কিছুর অর্থ অনুসন্ধান করা (১:১২-১৮ আয়াত দেখুন)।

৩. *গুনাহ্ এবং মৃত্যু*। মানব জাতি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে ধার্মিকতা লাভ করেছিল তা তারা কলুষিত করেছে (৭:২৯) এবং এভাবে সমগ্র মানব জাতি গুনাহ্‌গারে পরিণত হয়েছে (৭:২০)। পয়দায়েশ কিতাবের প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলো স্পষ্ট করে এ কথা প্রকাশ করে যে, মৃত্যু এই গুনাহে পতনের ফল (পয়দা ২:১৬-১৭; ৩:১৯) এবং এই ভয়ঙ্কর বাস্তবতার আওতা থেকে যে কেউ মুক্ত নয় সে ব্যাপারে লেখক অত্যন্ত সচেতন (যেমন হেদায়েত ২:১৪-১৭; ৩:১৮-২১; ৬:৬)।

৪. *দায়িত্ব পালনের আনন্দ ও কষ্ট*। মানব জাতির গুনাহে পতনের আগেই আল্লাহ্ আদমকে দায়িত্ব পালন করতে দিয়েছিলেন (পয়দা ২:১৫), কিন্তু তার গুনাহের শাস্তি হিসেবে সেই দায়িত্ব হয়ে পড়ে কষ্টকর (পয়দা ৩:১৭-১৯)। এই দুই বাস্তবতাই হেদায়েতকারীর রচনায় উঠে এসেছে, কারণ তিনি দুই দিক থেকেই তার কাজকে সন্তোষজনক বলে দেখেছেন (হেদায়েত ২:১০,২৪; ৩:২২; ৫:১৮-২০; ৯:৯-১০) এবং সেই সাথে কষ্টদায়ক হিসেবেও অনুভব করেছেন (২:১৮-২৩; ৪:৪ ও পরবর্তী আয়াতসমূহ)।

৫. *আল্লাহ্‌র উত্তম দান কৃতজ্ঞতা সহকারে উপভোগ*। গুনাহে পূর্ণ পতিত দুনিয়ার চূর্ণ বাস্তবতা নিয়ে হেদায়েতকারী বেশ কিছু কথা বলেছেন, কিন্তু তাতে করে তিনি আল্লাহ্‌র অপূর্ব সৃষ্টির সামনে অন্ধ হয়ে ছিলেন না

(৩:১)। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, খাবার, পানীয় ও সন্তোষজনক জীবিকার মত আল্লাহ্‌র দেওয়া উত্তম দানগুলোকে তিনি মোটেও এড়িয়ে যান নি (২:২৪-২৬; ৩:১২-১৩; ৫:১৮-২০; ৭:১৪; ৮:১৫; ৯:৭,৯)। এগুলোকে নম্রতার সাথে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা রহমত হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬. *আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়*। "সকলই অসার" কথাটি দ্বারা চালিত হয়ে মানুষের উচিত আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় গ্রহণ করা, যাঁর কাজ চিরকাল স্থায়ী (৩:১৪) এবং যারা তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য আসে তাদের কাছে তিনি "পাথর" স্বরূপ (যথা জবুর ১৮:২; ৬২:৮; ৯৪:২২)। অন্য কথায় এখানে লোকদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তারা আল্লাহ্‌কে "ভয়" বা "সমীহ" করে (হেদায়েত ৩:১৪; ৫:৭; ১২:১৩-১৪ আয়াতের নোট দেখুন; এছাড়াও ৭:১৮ ও ৮:১২-১৩ আয়াত দেখুন)।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

নাজাতের ইতিহাস সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দস জুড়ে বিস্তৃত এক মহা কাহিনী; যা গ্রহণ করলে প্রত্যেক জীবন একীভূত হয়। এই ইতিহাস আল্লাহ্‌র প্রত্যেক মনোনীত মানুষকে এই কাহিনী গ্রহণ করার আহ্বান জানায় এবং তাদের প্রত্যেককে এই কাহিনীর একেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র করে তোলে। তবে একজন মানুষের সিদ্ধান্ত ও কাজ কীভাবে আল্লাহ্‌র মহা পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে তা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। হেদায়েতকারী মানুষকে সাহায্য করেন যেন তারা এই পরিকল্পনা তাদের সাধ্য অনুসারে অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে পারে। প্রত্যেক ঈমানদার আল্লাহ্‌কে ভয় করার মাধ্যমে এবং তাঁর হুকুম পালন করার মাধ্যমে (১২:১৩) এমন এক মহা পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে যা তারা নিজেরা কখনোই উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু তাদের সব সময় এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌ নিজে এই মহা পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দান করবেন। হেদায়েতকারী যদিও একজন মহান বাদশাহ্‌ এবং প্রকৃত প্রজ্ঞার শিক্ষা দানকারী ছিলেন, তথাপি তিনি নিজেকে সোলায়মান বা অন্য যে কোন বাদশাহ্‌র চেয়ে আরও মহান একজন ব্যক্তি করে তুলেছিলেন (১:১৬; ২:৭,৯)। ঈসায়ী ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিতাবুল মোকাদ্দসের সমস্ত গল্পগুলোকে এক সাথে পাঠ করে গেলে হেদায়েতকারীর সমস্ত বক্তব্য এবং ঈসা মসীহের মধ্যে এক চমৎকার সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়, যিনি ছিলেন "দাউদের পুত্র" (মথি ১:১), বাদশাহ্‌ (মথি ২:২; প্রেরিত ১৭:৭; প্রকা ১৭:১৪; ১৯:১৬), "আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা" (১ করি ১:২৪;৩০) এবং "সেই মেষপালক" (ইহি ৩৪:২৩; ৩৭:২৪; ইউহোন্না ১০:১১,১৬)। তাঁর পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছিল যে, সোলায়মানের চেয়ে মহান কারও আগমন ঘটেছে (লূক ১১:৩১)। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

যদিও হেদায়েতকারী জ্ঞানগর্ভ কিতাব, তথাপি তা প্রচলিত জ্ঞানের কিতাবগুলোর মত করে পাঠ করা যায় না। এই কিতাবে জ্ঞানের কথাগুলো যদিও গুচ্ছ আকারে সাজানো হয়েছে, তথাপি প্রত্যেকটি একক গুচ্ছের পরস্পরের মধ্যে একটি একীভূত মূলভাব বিদ্যমান রয়েছে যা পুরো কিতাবটিকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে। এককগুলোকে স্মৃতি রোমন্থন, প্রতিফলন ও অনুভূতির প্রকাশ – এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এর সবই কথকের কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে, যিনি মূলত এ সবের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজ জীবনের সন্তুষ্টি খুঁজে পেতে চেয়েছেন। জীবনে আনন্দ ও সন্তুষ্টি খুঁজে পেয়েছেন এমন কারও দৃষ্টিকোণের উপর ভিত্তি করে কথক তাঁর এই অনুসন্ধানকে সাজিয়েছেন। মাঝে মাঝেই আমরা দুটি অংশের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর নিজ পর্যবেক্ষণ দেখতে পাই, যেমন: "আমি চিন্তা করলাম," "আবার আমি দেখলাম," "তারপর আমি দেখলাম," ইত্যাদি। এই অনুসন্ধিৎসু অভিযান যত পথ অতিক্রম করেছে তত আমরা দেখতে পেয়েছি কথকের অতীত ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কতটা পার্থক্য রয়েছে। বস্তুত কথক এর আগে অনুসন্ধান করে বারবার গোলক ধাঁধায় ঘুরে ফেরার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন এবং সেই অতীত স্মৃতিকে মনে করে বর্তমান প্রাপ্তিকে যোগ করে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছেন। বর্ণনামূলক রচনা-শৈলীর মাঝে আমরা দেখতে পাই পর্যবেক্ষণ সূচক এক দৃষ্টিকোণ, যা এই কিতাবটিকে ধ্যানের উপযোগী করে তুলেছে।

কিতাবটি বিভিন্ন শব্দ ও বিষয়বস্তুর পুনঃপুন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভাবধারা প্রকাশ করে। "সূর্যের নিচে" বা এ ধরনের সমার্থক শব্দগুচ্ছ ৩০ বারের বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। হিব্রু থেকে অনুবাদকৃত "অসার" (*hebel;* মূল বিষয়বস্তুসমূহ দেখুন) এবং "খুঁজে পাওয়া" (*matsa';* হেদায়েতকারী কিতাবের বিষয়বস্তু ও ব্যাখ্যা দেখুন) শব্দগুলো সারা কিতাব জুড়ে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় এবং তাতে করে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র কাজ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। পাঠকদেরকে বাস্তব দুনিয়ার সাথে সংযুক্ত রাখার জন্য লেখক বারবার খাওয়া, পান করা, পরিশ্রম করা, ঘুমানো, মৃত্যু ও প্রকৃতির বিভিন্ন আবর্তনকে চিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

কিতাবের মূল একক হচ্ছে এর জ্ঞানগর্ভ বাক্যগুলো। অন্যান্য সকল জ্ঞানগর্ভ কিতাব রচিত হয়েছে পদ্যের আকারে, এমনকি সেসবের আয়াতগুলোও সাদৃশ্য বা

তুলনাধর্মী বিশ্লেষণের আকারে সজ্জিত করা হয়েছে। কিন্তু হেদায়েতকারী কিতাবটিতে কাব্যকে এক নতুন মাত্রা দেওয়া হয়েছে, যেখানে লেখক চিত্র, রূপক ও সদৃশতার সংমিশ্রণে কাব্যধর্মী সাহিত্যের এক নতুন ঘরানা সৃষ্টি করেছেন। কিতাবটি আংশিক পর্যবেক্ষণধর্মী এবং আংশিক বর্ণনাধর্মী। কিতাবটি পাঠ করতে হলে অবশ্যই একাগ্র ও ধ্যানী মনোভাব নিয়ে আসতে হবে এবং লেখক যে বিষয়টির উপরে আলোকপাত করেছেন সেটিকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসে সেই অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করতে হবে। কিতাবে যে আবেগ ও অনুভূতিগুলো প্রকাশ পেয়েছে, পাঠককে তা অন্তর উন্মুক্ত করে গ্রহণ করতে হবে এবং তখন তা পাঠককে প্রভাবিত করবে।

প্রধান আয়াত: "এসো, আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার শুনি; আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও তাঁর সমস্ত হুকুম পালন কর, কেননা এই সব মানুষের কর্তব্য" (১২;১৩)।

কিতাবটির রূপরেখা:

ক. সোলায়মানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (১:১-২:২৬)
খ. সোলায়মানের সাধারণ পর্যবেক্ষণ (৩:১-৫:২০)
গ. সোলায়মানের ব্যবহারিক পরামর্শ (৬:১-৮:১৭)
ঘ. সোলায়মানের শেষ উপসংহার (৯:১-১২:১৪)

হেদায়েত কিতাবখানির সার কথা

	ব্যাখ্যা	গুরুত্ব
খোঁজ করা	হযরত সোলায়মান এমনভাবে সন্তুষ্টির খোঁজ করছিলেন যেমন একজন বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন যে, আল্লাহ্‌বিহীন জীবনে আমোদ-প্রমোদ, জীবনের অর্থ এবং পূর্ণতার খোঁজ করা হল যেন একটি দীর্ঘ ও নিষ্ফলতার খোঁজ করা। সত্যিকারের সুখ আমাদের চেষ্টার ফলে আসে না কারণ আমাদের যা আছে আমরা তার চেয়ে বেশী কিছু চাই। এছাড়াও, জীবনে এমন অনেক কিছু আছে যাতে আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই যার কারণে আমাদের ধন-সম্পত্তি ও মনোযোগ আমাদের হাত থেকে চলে যায়।	মানুষ এখনও খোঁজ করছে। মানুষ যত চেষ্টা করছে তত সে জানতে পারছে যে, সে প্রকৃত পক্ষে কত ছোট। আল্লাহ্‌কে ছাড়া প্রকৃত সুখ ও আনন্দ কেউ লাভ করতে পারে না। তাঁকে ছাড়া আমাদের খোঁজ করা বৃথা। সকল কিছুর উপরে আমাদের আল্লাহ্‌কে জানা ও তাঁকে ভালবাসার চেষ্টা করা উচিত। তিনি আমাদের প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও আনন্দ দান করে থাকেন।
অসারতা	সোলায়মান দেখিয়েছেন যে, অনন্ত আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক রাখার খোঁজ না করে এই জীবনে সুখের খোঁজ করা কত অসার। আনন্দ ও সুখের খোজ করা, ধন-সম্পদ, কৃতকার্যতার পেছনে ছুটে চলা শেষ পর্যন্ত জীবনে অপরিতৃপ্তি নিয়ে আসে। এই পৃথিবীতে কোন কিছুই অসারতাকে পূর্ণ করতে পারে না এবং আমাদের অস্থির হৃদয়ের গভীর চাওয়াকে পূর্ণ করতে পারে না।	অসারতা ও শূন্যতার সুস্থতা মাত্র আল্লাহ্‌র মধ্যে কেন্দ্রীভূত। আমাদের মানবীয় অভিজ্ঞতায় যে শূন্যতা বিরাজ করে আল্লাহ্‌র ভালবাসাই তা পূর্ণ করতে পারে। স্বার্থপর আনন্দভোগ করার চেয়ে আপনার সারা জীবন আল্লাহ্‌কে ভক্তিপূর্ণ ভয় করা, আল্লাহ্‌ ও অন্যদের সেবা করাই আপনাকে পূর্ণতা দান করতে পারে।
কাজ	সোলায়মান লোকদেরকে নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করা, তাদের সামর্থ ও জ্ঞানকে কিছুটা নাড়া দেবার চেষ্টা করেছেন, যেন লোকেরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে যা জীবন-যাপনের জন্য একমাত্র সঠিক পথ। আল্লাহ্‌ ছাড়া, আর কেউ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের দাম বা পুরস্কার দিতে পারে না।	ভুল মনোভাব নিয়ে কাজ করা আমাদের অন্তরের অসারতাকে আরও জাগিয়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে কাজ আমরা লাভ করে থাকি তা আমাদের জীবনের জন্য একটি উপহার স্বরূপ। আপনি আপনার কাজ থেকে কি লাভ করতে চান তা পরীক্ষা করুন। আল্লাহ্‌ আপনাকে সামর্থ ও সুযোগ দিয়েছেন কাজ করার জন্য যেন আপনি আপনার সময়কে সঠিক ভাবে করতে পারেন।
মৃত্যু	মানুষের জীবনে নিশ্চিত মৃত্যু তার সমস্ত প্রচেষ্টাকে মূল্যহীন করে দেয়। আমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র একটি পরিকল্পনা আছে যা জীবন ও মৃত্যুকে ছাড়িয়ে যায়। এই নশ্বরতা ও মৃত্যু আমাদের প্রত্যেককে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রত্যেকের জীবনেরই একটি শেষ আসবে এবং তখন আল্লাহ্‌র সকলের বিচার করবেন।	যেহেতু জীবন সংক্ষিপ্ত, সেজন্য আমাদের এমন জ্ঞান দরকার যা এই পৃথিবীর জ্ঞানের চেয়ে বড়। আমাদের আল্লাহ্‌র কালাম দরকার যেন আমরা সঠিকভাবে জীবন কাটাতে পারি। যদি আমরা আল্লাহ্‌র কথা মেনে চলি তবে মানবীয় জীবনে যে তিক্ততা ও শূন্যতা বিরাজ করে তা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি ও মৃত্যুর পরেও যে আশা আছে সেই পথে চলতে পারি।
জ্ঞান/প্রজ্ঞা	মানবীয় জ্ঞানের মধ্যে মানুষের জীবনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নেই। জ্ঞান ও শিক্ষার একটি সীমা আছে। জীবনকে বুঝতে পারলে সঠিক পছন্দটি বেছে নিতে পারবে। আমাদের সেই জ্ঞান দরকার যা মাত্র আল্লাহ্‌র কালাম অর্থাৎ কিতাবুল মোকাদ্দসে পাওয়া যায়।	যখন আমরা অনুভব করতে পারি যে, আমরা যা কিছু করি আল্লাহ্‌ তার মূল্যায়ন করবেন তখন আমরা জ্ঞানের সঙ্গে চলতে চেষ্টা করবো ও এই কথা মনে রাখবো যে, আল্লাহ্‌ প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আর তাই তাঁর জ্ঞান লাভ করার জন্য আমাদের তাঁকে জানতে হবে ও তাঁকে সম্মান করতে হবে।

সমস্ত কিছুই অসার

১ ১ হেদায়েতকারীর কথা; তিনি দাউদের পুত্র,
জেরুশালেমের বাদশাহ্‌। ২ হেদায়েতকারী
বলছেন, অসারের অসার, সকলই অসার।
৩ মানুষ সূর্যের নিচে যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়,
তার সেসব পরিশ্রমে কি ফল দেখতে পায়?
৪ এক পুরুষ চলে যায়, আর এক পুরুষ আসে;
কিন্তু দুনিয়া নিত্যস্থায়ী। ৫ সূর্যও ওঠে, আবার সূর্য
অস্ত যায় এবং দ্রুত স্বস্থানে যায়, সেখানে গিয়ে
আবার উঠে। ৬ বায়ু দক্ষিণ দিকে যায় ও ঘুরে
ঘুরে উত্তর দিকে যায়; নিরন্তর ঘুরে ঘুরে নিজের
পথে যায় এবং বায়ু নিজের চক্রপথে ফিরে
আসে। ৭ পানির স্রোতগুলো সমুদ্রে প্রবেশ করে,
তবুও সমুদ্র পূর্ণ হয় না; পানির স্রোতগুলো যে
স্থানে যায়, সেই স্থানে পুনরায় চলে যায়। ৮ সমস্ত
বিষয় ক্লান্তিজনক; তার বর্ণনা করা মানুষের
অসাধ্য; দর্শনে চোখ তৃপ্ত হয় না এবং শ্রবণে
কান তৃপ্ত হয় না। ৯ যা হয়েছে, তা-ই হবে; যা
করা গেছে, তা-ই করা যাবে; সূর্যের নিচে নতুন
কিছুই নেই। ১০ এমন কি কিছু আছে, যার
সম্বন্ধে মানুষ বলে, দেখ, এটা নতুন? তা আগে
আমাদের পূর্ববর্তী যুগপর্যায়ে ছিল; ১১ আগেকার
দিনের লোকদের বিষয় কারো স্মরণে নেই এবং
ভবিষ্যতে যারা জন্মাবে, তাদের বিষয়ও পরবর্তী
বংশধরদের স্মরণে থাকবে না।

প্রজ্ঞার খোঁজ

১২ আমি হেদায়েতকারী, জেরুশালেমে
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ছিলাম। ১৩ আর আমি প্রজ্ঞা
দ্বারা আসমানের নিচে কৃত সমস্ত বিষয়ের
অনুশীলন ও অনুসন্ধান করতাম; আল্লাহ্‌ বনি-
আদমদেরকে কষ্টযুক্ত করার জন্য এই ভীষণ কষ্ট
দিয়েছেন। ১৪ সূর্যের নিচে কৃত সমস্ত কাজ আমি

[১:১] মেসাল ১:১।
[১:২] জবুর ৩৯:৫-৬; ৬২:৯; হেদা ১২:৮; রোমীয় ৮:২০-২১।
[১:৪] আইউ ৮:১৯।
[১:৫] জবুর ১৯:৫-৬।
[১:৭] আইউ ৩৬:২৮।
[১:৮] মেসাল ২৭:২০।
[১:৯] হেদা ২:১২; ৩:১৫।
[১:১১] পয়দা ৪০:২৩; হেদা ৯:১৫।
[১:১৩] পয়দা ৩:১৭; হেদা ৩:১০।

১:১ হেদায়েতকারী। হেদায়েতের শিক্ষক (১২:৯)। "শিক্ষক" এর জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি (কোহেলেথ) "জমায়েত" এর সাথে সম্পর্কীত (হিজ ১৬:৩; শুমারী ১৬:৩)। সম্ভবত এর মানে তিনি এমন একজন শিক্ষক, যার কাজের বিষয়ে ১২:৯-১০ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি লোকদের জমায়েতের জন্য একটি দপ্তরও রেখেছিলেন। "শিক্ষক" এর জন্য ব্যবহৃত সেপ্টুজিয়ান্ট (পুরাতন নিয়মের প্রাক-ঈসায়ী গ্রীক অনুবাদ) শব্দটি হচ্ছে এককেক্লেসিয়াসটেস, যেখান থেকে কিতাবটির বেশিরভাগ টাইটেল নেওয়া হয়েছে, এবং যেখান থেকে "এককেক্লেসিয়াসটিকাল" এর মত ইংরেজী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

দাউদের পুত্র। সোলায়মানের ইঙ্গিত দেয়, যদিও কিতাবে কোথাও নামটি পাওয়া যায় না। "পুত্র" এর জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি একজন বংশধরকে নির্দেশ করতে পারে (এমনটি বহু প্রজন্ম বাদ দিয়ে)– অথবা এমন কেউ যিনি আরেক জনের পদচিহ্ন অনুসরণ করেন (দেখুন, পয়দা ৪:২১; আরও দেখুন ভূমিকা: লেখক এবং তারিখ)।

১:২ সংক্ষেপে লেখকের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলে (১২:৮ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

অসার। এই প্রধান শব্দটি ৩৯ বার এই কিতাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির অর্থ "শ্বাস" (দেখুন, জবুর ৩৯:৫,১১; ৬২:৯; ১৪৪:৪ আয়াত; তুলনা করুন পয়দা ৪:২ আয়াত এবং নোট)। হেদায়েতকারীর প্রাথমিক ধাক্কাটি হচ্ছে জীবনের সবকিছুই অসার (অকার্যকর, ফাঁপা, বৃথা, নিরর্থক) যদি না তা সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কীত হয়। যখন তা আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর কালামের উপর নির্ভর করে হয় তখন জীবন মূল্যবান হয়। *সকলই* ৷ ৮ আয়াত দেখুন; যা কিছুই মানুষ আল্লাহ্‌কে ছাড়া করে।

১:৩-১১ লেখক তাঁর মূল বিষয়টি এই ভাবে সম্প্রসারিত করে যে, মানুষের পরিশ্রমকে মনে হচ্ছে সুবিধাবিহীন অথবা উদ্দেশ্যবিহীন– এবং সেই কারণে তা অর্থহীন।

১:৩ ঈসা মসীহ্‌ এই প্রশ্নের উত্তর মার্ক ৮:৩৬-৩৮ আয়াতে সম্প্রসারণ করেন। আরেকটি প্রধান অভিব্যক্তি (২৯ বার ঘটেছে), যা এই বর্তমান বিশ্ব এবং এই পৃথিবী যে বেশীকিছু দিতে পারে না তার সীমাবদ্ধতাকে নির্দেশ করে। যদিও "আসমানের নিচে" এবং "দুনিয়াতে" কম সংখ্যক ঘটেছে (১৩ আয়াত; ২:৩; ৩:১; ৮:১৪, ১৬ আয়াত) তবুও সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১:৪-৯ পরিশ্রম করার মধ্যে কোন লাভ নেই (৩ আয়াত) কারণ এই পৃথিবীতে সব কিছুই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এবং তা অভিন্ন আর সেজন্য তা অর্থবিহীন। এটি মানব প্রজন্মের সমাপ্তিহীন উত্তরাধিকার এবং অস্থায়ীত্ব (৪ আয়াত) এবং সূর্যের (৫ আয়াত), বাতাসের (৬ আয়াত) এবং জলস্রোতের (৭ আয়াত) আচরণের ধরনের মধ্যে দেখা যায়। এইভাবেই উপসংহারে বলা হয়েছে "সমস্ত বিষয় ক্লান্তিজনক" (৮ আয়াত) এবং "সূর্যের নিচে নতুন কিছুই নেই" (৯ আয়াত)।

১:৪ দুনিয়া নিত্যস্থায়ী। সেই তুলনায় মানব জীবন হচ্ছে অস্থায়ী।

১:৮ সমস্ত কিছু। যা কিছু ৪-৮ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ২ আয়াতের নোট দেখুন।

১:১০ এটা নতুন। অনেক কিছুই মনে হয় নতুন কারণ অতীতকে সহজে এবং দ্রুত ভুলে যাওয়া হয়। পুরানো পথ নতুন রূপে আসে।

১:১২-১৮ লেখকের মূল বিষয়বস্তু, যে মানুষের সকল পরিশ্রমই বৃথা, ব্যাখ্যা করার মধ্যে (বিশেষ করে দেখুন ৩, ১১ আয়াত যা এই সেকশনকে গঠন করে), শিক্ষক এখন মানুষের চেষ্টা (১২-১৫ আয়াত; ২:১-১১ আয়াত তুলনা করুন) এবং মানবীয় প্রজ্ঞার সাধনার বিষয়ে (১৬-১৮ আয়াত; তুলনা করুন ২:১২-১৭ আয়াত) দেখাচ্ছেন যে সেগুলো বৃথা এবং অর্থহীন।

১:১২ আমি। লেখক এখন প্রথম পুরুষে পরিবর্তীত হয়েছেন এবং শুধুমাত্র উপসংহারের তৃতীয় পুরুষে ফিরে যান (১২:৯-১৪ আয়াত)।

১:১৩ আসমানের নিচে। ৩ আয়াতের নোট দেখুন। *আল্লাহ্‌*। লেখক আল্লাহ্‌ জন্য হিব্রুতে শুধুমাত্র 'এলোহিম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন (প্রায় ৩০ বার ব্যবহৃত হয়েছে), যা তাঁর পরম সার্বভৌমের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে। তিনি শরীয়তে উল্লেখিত নাম 'ইয়াহওয়েহ্‌' ব্যবহার করেন নি ("মাবুদ" হিসেবে অনুবাদ করা হয়; পয়দা ২:৪; হিজ ৩:১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

BACIB
International Bible
CHURCH

দেখেছি; দেখ, সে সবই অসার ও বায়ুর পিছনে
দৌড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।
১৫ যা বাঁকা, তা সোজা করা যায় না; এবং
যা নেই, তা গণনা করা যায় না। ১৬ আমি আমার
হৃদয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, বললাম, দেখ,
আমার আগে জেরুশালেমে যেসব শাসনকর্তা
ছিলেন, সেই সকলের চেয়ে আমি বেশি
জ্ঞানবিশিষ্ট হয়েছি এবং আমার হৃদয় নানা রকম
জ্ঞানে ও বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছে। ১৭ আমি প্রজ্ঞা
জানতে এবং পাগলামী ও অজ্ঞানতা জানতে
মনোযোগ করলাম, আমি জানলাম যে, তাও
বায়ুর পিছনে দৌড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।
১৮ কেননা প্রজ্ঞা বাড়লে মনস্তাপ বাড়ে এবং যে
বিদ্যা বৃদ্ধি করে, সে ব্যথারও বৃদ্ধি করে।

আমোদ-প্রমোদ অসার

২ ১ আমি মনে মনে বললাম, 'এসো, আমি
একবার আমোদ-প্রমোদের দ্বারা তোমার
পরীক্ষা করি, তুমি সুখভোগ কর;' আর দেখ,
তাও অসার। ২ আমি হাসির বিষয়ে বললাম, ওটা
পাগলামী; এবং আমোদের বিষয়ে বললাম, ওতে
কি উপকার হবে? ৩ আমি মনে মনে দেখতে
চাইলাম, কিভাবে মদ্যপানে শরীরকে তুষ্ট করবো,
তখনও আমার মন প্রজ্ঞাসহকারে আমাকে পথ
দেখাচ্ছিল– আর কিভাবে অজ্ঞানতা অবলম্বন
করে শেষে দেখতে পারব, আসমানের নিচে বনি-
আদমদের সমস্ত জীবনকালে কি কি করা ভাল।
৪ আমি নিজের জন্য নানা মহৎ কাজ করলাম,
নিজের জন্য নানা স্থানে বাড়ি নির্মাণ করলাম,
নিজের জন্য আঙ্গুর-ক্ষেতগুলো প্রস্তুত করলাম;
৫ আমি নিজের জন্য অনেক বাগান ও উপবন
করে তার মধ্যে সমস্ত রকম ফলের গাছ রোপণ
করলাম; ৬ সেই বনের বৃদ্ধি পাওয়া গাছগুলোতে
পানি সেচনের জন্য আমি বিভিন্ন স্থানে পুকুর
খনন করলাম। ৭ আমি অনেক গোলাম বাঁদী ক্রয়
করলাম এবং আমার বাড়িতে গোলামেরা
জন্মগ্রহণ করলো; আর আমার আগে
জেরুশালেমে যাঁরা ছিলেন, সেগুলো থেকে
আমার গোমেষাদি পশুধন বেশি ছিল। ৮ আমি
রূপা ও সোনা এবং নানা বাদশাহ্‌র ও নানা
প্রদেশের বিশেষ বিশেষ ধন সঞ্চয় করলাম; আমি
অনেক গায়ক গায়িকা ও বনি-আদমদের
সন্তোষকারিণী কত উপপত্নী পেলাম। ৯ বাস্তবিক
আমি মহান ছিলাম, আমার আগে যাঁরা
জেরুশালেমে ছিলেন, সেই সকলের চেয়ে বেশি
সমৃদ্ধশালী হলাম এবং আমার প্রজ্ঞা আমার
সহবর্তিনী ছিল। ১০ আর আমার চোখ দু'টি যা
ইচ্ছা করতো, তা আমি তাদের অগোচর
রাখতাম না; আমার হৃদয়কে কোন আনন্দভোগ
করতে বারণ করতাম না; বাস্তবিক আমার সমস্ত
পরিশ্রমে আমার হৃদয় আনন্দ করতো; সমস্ত
পরিশ্রমে এ-ই আমার পুরস্কার হল। ১১ পরে
আমার হাত যেসব কাজ করতো, যে পরিশ্রমে
আমি পরিশ্রান্ত হতাম, সেই সমস্তের প্রতি
দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, সে সবই অসার ও

[১:১৫] হেদা ৭:১৩।
[১:১৬] ১বাদশা ৩:১২।
[১:১৭] হেদা ৭:২৩; ৮:১৬।
[১:১৮] ইয়ার ৪৫:৩।
[২:১] আয়াত ২৪; হেদা ৭:৪; ৮:১৫।
[২:২] মেসাল ১৪:১৩।
[২:৩] আয়াত ২৪-২৫; কাজী ৯:১৩; রূত ৩:৩; হেদা ৩:১২-১৩; ৫:১৮; ৮:১৫।
[২:৪] ২খান্দান ২:১; ৮:১-৬।
[২:৭] ২খান্দান ৮:৭-৮।
[২:৮] ১বাদশা ৯:২৮।
[২:৯] হেদা ১:১২।
[২:১১] হেদা ১:১৪।

১:১৪ বায়ুর পিছনে দৌড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়। বৃথা এবং অর্থহীনতার একটি চিত্রায়ন (ভূমিকা দেখুন: উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা)। হেদায়েত কিতাবের (এখানে; ১৭ আয়াত; ২:১১, ১৭, ২৬; ৪:৪, ৬, ১৬; ৬:৯ আয়াত; আরও দেখুন ৫:১৬ আয়াত) প্রথম অর্ধেকে নয় বার শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

১:১৫ ৭:১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন। ঘটনাগুলোর অপরিবর্তনীয়তার কারণে, মানুষের পরিশ্রম অর্থহীন এবং আশাহীন। আমাদের উচিত সেই কারণে যে জিনিস যেরকম তা মেনে নেওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা এবং বেহেশতীভাবে নিযুক্ত ভাগ্যকে মেনে নেওয়া, যেভাবে শিক্ষক পরবর্তীতে পরামর্শ দিয়েছেন।

১:১৬ বেশি জ্ঞানবিশিষ্ট হয়েছি। তুলনা করুন ১বাদশাহ্ ৩:১২; ৪:২৯-৩৪; ১০:৮, ২৩-২৪ আয়াত। *জেরুশালেমে যেসব শাসনকর্তা ছিলেন।* ২:৭,৯ আয়াত দেখুন। এটি সোলায়মানকে নেহাৎ শিক্ষক হিসেবে বাদ দেয় না। এই রেফারেন্সের মধ্যে থাকতে পারে দাউদের আগের বাদশাহ্, যেমন মালকীসিদ্দিক (পয়দা ১৪:১৮ আয়াত), অদোনী-সিদ্দিক (ইউসা ১০:১ আয়াত) এবং আবদি-খেপা (মিশর থেকে অর্মনার চিঠিগুলোতে উল্লেখ রয়েছে; চার্ট দেখুন)।

১:১৮ আল্লাহ্‌বিহীন প্রজ্ঞা দুঃখ এবং কষ্টের মধ্যে নিয়ে যায় (২:২৩ আয়াত; ইয়ার ৪৫:৩ আয়াত তুলনা করুন)।

২:১-১১ শিক্ষক এখন দেখাচ্ছেন যে, শুধুমাত্র অর্থ সুখ অথবা পরিতৃপ্তি দিতে পারে না (১:১২-১৫ আয়াত; আরও দেখুন ১:১২-১৮ আয়াতের নোট)।

২:১-৩ সুখের সাধন সেই পূর্ণতা আনে না যা মানুষ খোঁজে।

২:১ আমি মনে মনে বললাম। ১৫ আয়াত; ১:১৬ আয়াত দেখুন। সুখ এই পুস্তকের একটি প্রধান শব্দ ("সুখ" এবং "উত্তম" প্রায় ৪০ বার ঘটেছে)।

২:৩ আমার মন প্রজ্ঞাসহকারে আমাকে পথ প্রদর্শন করছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (৯ আয়াত) লেখক সুখকে (১ আয়াত) এবং কি কি করা ভাল (৩ আয়াত) আবিষ্কার করার জন্য প্রজ্ঞা ব্যবহার করেছেন। *আসমানের নিচে।* ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৪-৯ ১বাদশাহ্ ৪-১১ দেখুন, যা সোলায়মানের জাক্‌জমক এবং তাঁর স্ত্রীদের সম্পর্কে বলে।

২:৮ প্রদেশের। সম্ভবত প্রতিবেশী অঞ্চলগুলো যেখান থেকে উপহার সংগ্রহ করা হত। *সন্তোষকারিণী।* এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি কিতাবে শুধু মাত্র একবারই এখানে ঘটেছে। অর্থটি গোড়ার দিকের মিসরীয় চিঠিতে ব্যবহৃত কেনানীয় শব্দের প্রতি নির্দেশ করে যা উপপত্নীর জন্য ব্যবহৃত। এটি সোলায়মানের অবস্থার সাথে মিলে যায়, যাঁর ৭০০ স্ত্রীর সাথে ৩০০ উপপত্নি ছিল (১বাদশাহ্ ১১:৩ আয়াত)।

২:৯ ১:১৬ আয়াত দেখুন।

২:১০ পরিশ্রমে ... পরিশ্রমে। হেদায়েতকারীতে একটি প্রধান চিন্তা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে ছাড়া "পরিশ্রম" "কর্ম" অর্থহীন (১১ আয়াত)– এরকম সব শব্দ এই কিতাবে প্রায় ৪০ বার ব্যবহার করা হয়েছে।

বায়ুর পিছনে দৌড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়;
সূর্যের নিচে কোন কিছুতেই লাভ নেই।

প্রজ্ঞা ও আনন্দ যিনি লাভ করতে পারেন

১২ পরে আমি প্রজ্ঞা এবং উন্মত্ততা ও
অজ্ঞানতা দেখতে প্রবৃত্ত হলাম; কারণ যে ব্যক্তি
রাজ পদের উত্তরাধিকারী হয়ে আসবে, সে কি
করবে? আগে যা করা গিয়েছিল, তা-ই মাত্র।
১৩ তখন আমি দেখলাম, যেমন অন্ধকারের চেয়ে
আলো উত্তম, তেমনি অজ্ঞানতার চেয়ে প্রজ্ঞা
উত্তম। ১৪ জ্ঞানবানের মস্তকেই চোখ থাকে, কিন্তু
হীনবুদ্ধি অন্ধকারে ভ্রমণ করে; তবুও আমি
জানলাম যে, সকলেরই এক দশা ঘটে। ১৫ তখন
আমি মনে মনে বললাম, হীনবুদ্ধির প্রতি যা ঘটে,
তা-ই তো আমার প্রতি ঘটে, তবে আমি কি জন্য
বেশি জ্ঞানবান হলাম? পরে আমি মনে মনে
বললাম, এও অসার। ১৬ কেননা হীনবুদ্ধির মত
জ্ঞানবানের বিষয়ও লোকে চিরকাল মনে রাখবে
না, ভবিষ্যৎকালে কিছুই স্মরণে থাকবে না;
আহা! হীনবুদ্ধি যেমন মরে, তেমনি জ্ঞানবানও
মরে। ১৭ সুতরাং আমি জীবনে বিরক্ত হলাম;
কেননা সূর্যের নিচে যে কাজ করা হয় তা আমার
কষ্টদায়ক মনে হল; কারণ সকলই অসার ও
বায়ুর পিছনে দৌড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।
১৮ সূর্যের নিচে আমি যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত
হতাম, আমার সেসব পরিশ্রমে বিরক্ত হলাম;
কেননা আমার পরবর্তী ব্যক্তির জন্য তা রেখে
যেতে হবে। ১৯ আর সে জ্ঞানবান হবে, কি
হীনবুদ্ধি হবে, তা কে জানে? কিন্তু আমি সূর্যের
নিচে যে পরিশ্রম করে প্রজ্ঞা দেখাতাম, সেসব
পরিশ্রমের ফলাধিকারী সে হবে; এও অসার।

[২:১২] হেদা ১:১৭।
[২:১৩] হেদা ৭:১৯; ৯:১৮।
[২:১৪] জবুর ৪৯:১০; হেদা ৩:১৯; ৬:৬; ৭:২; ৯:৩, ১১-১২।
[২:১৫] আয়াত ১৯; হেদা ৬:৮।
[২:১৬] জবুর ১১২:৬।
[২:১৭] হেদা ১:১৪।
[২:১৮] জবুর ৩৯:৬; ৪৯:১০।
[২:১৯] আয়াত ১৫।
[২:২২] হেদা ১:৩।
[২:২৩] পয়দা ৩:১৭; আইউ ৭:২।
[২:২৪] ১করি ১৫:৩২।
[২:২৫] জবুর ১২৭:২।
[২:২৬] আইউ ৯:৪।
[৩:১] হেদা ৮:৬।
[৩:২] ইশা ২৮:২৪।
[৩:৩] দ্বি:বি ৫:১৭।

২০ অতএব সূর্যের নিচে আমি যে পরিশ্রমে
পরিশ্রান্ত হতাম, পুনরায় আমার সেসব
পরিশ্রমের বিষয়ে নিজের হৃদয়কে নিরাশ
করলাম। ২১ কেননা এক ব্যক্তির পরিশ্রম প্রজ্ঞা,
বিদ্যা ও কৌশল সহযুক্ত হতে পারে; তবুও যে
ব্যক্তি সে বিষয়ে পরিশ্রম করে নি, তাকে তার
অধিকার বলে তা দিয়ে যেতে হয়। ২২ এও
অসার ও বড় মন্দ। তবে সূর্যের নিচে মানুষ
যেসব পরিশ্রম ও হৃদয়ের উদ্বেগে পরিশ্রান্ত হয়,
তাতে তার কি ফল লাভ হয়? ২৩ কেননা তার
সমস্ত দিন ব্যথাযুক্ত এবং তার কষ্ট
মনস্তাপজনক, রাত্রেও তার দিল বিশ্রাম পায় না।
এও অসার।
২৪ ভোজন পান করা এবং নিজের পরিশ্রমের
মধ্যে প্রাণকে সুখভোগ করানো ছাড়া আর মঙ্গল
মানুষের হয় না; এও আমি দেখলাম যে, তা
আল্লাহ্‌ থেকে হয়। ২৫ আর আমা থেকে কে
বেশি ভোজন করতে কিংবা বেশি সুখভোগ
করতে পারে? ২৬ বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র
প্রীতিজনক, তাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আনন্দ
দেন; কিন্তু গুনাহ্‌গারকে কষ্ট দেন, যেন সে
আল্লাহ্‌র প্রীতিজনক ব্যক্তিকে দেবার জন্য ধন
সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। এও অসার ও বায়ুর
পিছনে দৌড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।

সমস্ত কিছুর নির্দিষ্ট সময় আছে

৩ ১ সকল বিষয়েরই সময় আছে ও
আসমানের নিচে সমস্ত ব্যাপারের কাল
আছে। জন্মের ও মরণের কাল; ২ রোপণের ও
রোপিত বীজ উৎপাটনের কাল; ৩ মেরে ফেলবার
ও সুস্থ করার কাল; ৪ ভাঙ্গবার ও গাঁথবার কাল;

২:১২-১৭ শিক্ষক ফিরে গিয়ে বুঝান যে, মানবিক প্রজ্ঞার মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্তার অনুসন্ধান হচ্ছে অজ্ঞানতা (১:১৬-১৮ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ১:১২-১৮ আয়াতের নোট)।

২:১২ রাজ পদের উত্তরাধিকারী। হয় শিক্ষক নিজে (১:১ আয়াত দেখুন) অথবা যিনি তাঁর পরে আসবেন (৪:১৫-১৬ আয়াত তুলনা করুন)।

২:১৩ অজ্ঞানতার চেয়ে প্রজ্ঞা উত্তম। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজ্ঞা অজ্ঞানতার চেয়ে উত্তম, কিন্তু শেষে এর কোন মূল্য থাকে না, যেহেতু "একই ভাগ্য উভয়কেই ছাড়িয়ে যায়" (যেমন, জ্ঞানী ঈমানদার এবং নির্বোধ ঈমানদার উভয়কেই ছাড়িয়ে যায়, ১৪ আয়াত; দেখুন জবুর ৪৯:১০ আয়াত)। *উত্তম।* ২:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১৪ চোখ। বুদ্ধি।

২:১৬ লোকেরা দ্রুত সবকিছু ভুলে যায়, এমনকি সর্বশ্রেষ্ট নেতা এবং বীরদেরকেও (১:১১ আয়াত দেখুন)।

২:১৭-২৩ "আসমানের নিচে" পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে মানবীয় পূর্ণতার সাধনা করা (১৭-২০, ২২ আয়াত; দেখুন ১:৩ আয়াত এবং নোট) হচ্ছে কষ্টদায়ক এবং অর্থহীন এবং হতাশায় নিয়ে যায়; এর ফল অবশ্যই অন্যদের জন্য রেখে যেতে হবে, যাদের চরিত্র ধারণা করা যায় না।

২:১৮ পরবর্তী ব্যক্তির জন্য তা রেখে যেতে হবে। ২১ আয়াত; জবুর ৩৯:৬; লুক ১২:২০ আয়াত দেখুন।

২:১৯ তা কে জানে? ধর্মনিরপেক্ষ লোকদের জন্য "তা কে জানে?" এর জন্য ৩:২১ আয়াত দেখুন।

২:২৪-২৫ হেদায়েতকারীর প্রধান অংশ, একটি মূলভাব যা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ৩:১২-১৩, ২২; ৫:১৮-২০; ৮:১৫; ৯:৭ আয়াতে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ১২:১৩ আয়াতে। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র মধ্য দিয়ে জীবনের অর্থ এবং সত্যিকারের আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁকে ছাড়া কিছুই তৃপ্তি দিতে পারে না, কিন্তু তাঁকে নিয়ে আমরা তৃপ্তি এবং আনন্দ খুঁজে পাই। সত্যিকারের আনন্দ তখনই আসে যখন আমরা আল্লাহ্‌কে স্বীকার করি এবং সম্মান দেই (১২:১৩ আয়াত)।

২:২৬ কিন্তু গুনাহ্‌গারকে। সাধারণ নীতির ব্যতিক্রমের জন্য দেখুন ৮:১৪; জবুর ৭৩:১-১২ আয়াত দেখুন।

৩:১-২২ সময় এবং পরিবর্তনের উপরে মানুষের অল্প অথবা কোন নিয়ন্ত্রনই নেই। অনন্ত আল্লাহ্‌ সার্বভৌম ভাবে জীবনের সকল কার্যক্রম নির্ধারণ করেন (উদাহরণস্বরূপ, ২-৮ আয়াতের ১৪টি বিপরীত)।

৩:১ ৮:৬ আয়াত তুলনা করুন। *আসমানের নিচে।* ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:২ কাল। ঐশ্বরিকভাবে নিযুক্ত (দেখুন জবুর ৩১:১৫; মেসাল ১৬:১-৯)।

কাঁদবার ও হাসার কাল; মাতম করার ও নৃত্য
করার কাল; ৫ পাথর নিক্ষেপ করার ও তা সংগ্রহ
করার কাল; আলিঙ্গনের কাল ও আলিঙ্গন না
করার কাল; খোঁজ করার কাল ও হারাবার কাল;
৬ রক্ষণের ও ফেলে দেবার কাল; ৭ ছিঁড়বার কাল
ও জোড়া দেবার কাল; নীরব থাকবার ও কথা
বলবার কাল; ৮ মহব্বত করার ও ঘৃণা করার
কাল; যুদ্ধের কাল ও সন্ধির কাল।

আল্লাহ্‌ দত্ত কাজ

৯ শ্রমিকের পরিশ্রমে তার কি ফল হয়?
১০ আল্লাহ্‌ বনি-আদমদের কষ্টযুক্ত করার জন্য যে
কষ্ট দেন, তা আমি দেখেছি। ১১ তিনি সকলই
যথাকালে মনোহর করেছেন, আবার তাদের
হৃদয়মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা
রেখেছেন; তবুও আল্লাহ্‌ আদি থেকে শেষ পর্যন্ত
যেসব কাজ করেন, মানুষ তার তত্ত্ব বের করতে
পারে না। ১২ আমি জানি, সারা জীবন আনন্দ ও
সৎকর্ম করা ছাড়া আর মঙ্গল তাদের হয় না।
১৩ আর প্রত্যেক মানুষ যে ভোজন পান ও সমস্ত
পরিশ্রমের মধ্যে সুখভোগ করে, তাও আল্লাহ্‌র
দান। ১৪ আমি জানি, আল্লাহ্‌ যা কিছু করেন, তা
চিরস্থায়ী; তা বাড়াতেও পারা যায় না, কমাতেও
পারা যায় না; আর আল্লাহ্‌ তা করেছেন, যেন
তাঁর সম্মুখে মানুষ ভয় পায়। ১৫ যা আছে, তা-ই
ছিল এবং যা হবে, তাও আগে ছিল; এবং যা
চলে গেছে, আল্লাহ্‌ তার অনুসন্ধান করেন।

বিচার ও ভবিষ্যত আল্লাহ্‌র অধীন

১৬ আরও আমি সূর্যের নিচে, বিচারের স্থানে

[৩:৭] ইষ্টের ৪:১৪।
[৩:৯] হেদা ১:৩।
[৩:১০] হেদা ১:১৩।
[৩:১১] আইউ ২৮:২৩; রোমীয় ১১:৩৩।
[৩:১৩] দ্বি:বি ১২:৭, ১৮; হেদা ২:২৪।
[৩:১৪] আইউ ২৩:১৫; হেদা ৫:৭; ৭:১৮; ৮:১২-১৩।
[৩:১৫] হেদা ৬:১০।
[৩:১৭] আইউ ১৯:২৯; হেদা ১১:৯; ১২:১৪।
[৩:১৮] জবুর ৭৩:২২।
[৩:১৯] হেদা ২:১৪।
[৩:২০] পয়দা ২:৭; আইউ ৩৪:১৫।
[৩:২১] হেদা ১২:৭।
[৩:২২] হেদা ২:২৪।
[৪:১] জবুর ১২:৫।
[৪:২] ইয়ার ২০:১৭-১৮; ২২:১০।

দেখলাম, সেখানেও নাফরমানী আছে; এবং
ধার্মিকতার স্থানে দেখলাম, সেখানে নাফরমানী
আছে। ১৭ আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্‌ই
ধার্মিকের ও দুষ্টের বিচার করবেন, কেননা
সেখানে সমস্ত ব্যাপারের জন্য এবং সমস্ত
কাজের জন্য বিশেষ কাল আছে। ১৮ আমি মনে
মনে বললাম, বনি-আদমকে আল্লাহ্‌ পরীক্ষা
করেন, যেন তারা দেখতে পায় যে, তারা নিজেই
পশুর মত। ১৯ কেননা বনি-আদমদের প্রতি যা
ঘটে, তা পশুর প্রতিও ঘটে, সকলেরই প্রতি এক
রকম ঘটনা ঘটে; এই যেমন মরে, সে তেমনি
মরে; এবং তাদের সকলেরই নিশ্বাস এক; পশু
থেকে মানুষের কোন কিছুতেই প্রাধান্য নেই,
কেননা সকলই অসার। ২০ সকলেই এক স্থানে
গমন করে, সকলেই ধূলি থেকে উৎপন্ন এবং
সকলেই ধূলিতে প্রতিগমন করে। ২১ বনি-
আদমদের রূহ্‌ ঊর্ধ্বগামী হয় ও পশুর রূহ্‌
ভূতলের দিকে অধোগামী হয়, তা কে জানে?
২২ অতএব আমি দেখলাম, নিজের কাজে আনন্দ
করা ছাড়া আর মঙ্গল মানুষের নেই; কেননা
এ-ই তার অধিকার। মানুষের মৃত্যুর পরে যা
ঘটবে, কে তাকে এনে তা দেখাতে পারে?

জুলুম, পরিশ্রম ও সঙ্গীহীন অবস্থা

৪ ১ পরে আমি ফিরে, সূর্যের নিচে যেসব
জুলুম হয়, তা নিরীক্ষণ করতে লাগলাম।
আর দেখ, নির্যাতিত লোকদের অশ্রুপাত হচ্ছে,
কিন্তু তাদের সান্ত্বনাকারী কেউ নেই; জুলুমবাজ
লোকদের হাতে বল আছে, কিন্তু নির্যাতিত

৩:৯ ২:১৭-২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১১ এই অধ্যায় এই সারমর্ম দেয়: আল্লাহ্‌র সুন্দর কিন্তু এই প্রতারক বিশ্ব আমাদের জন্য অনেক বেশি বড়, তারপরও এর সন্তুষ্টিগুলো অনেক ছোট। যেহেতু আমাদেরকে "অনন্তকালের" জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সময়ের মধ্যে আবদ্ধ জিনিসগুলো সম্পূর্ণ এবং স্থায়ীভাবে তৃপ্ত করতে পারে না।

৩:১২-১৩ কিতাবের উপসংহারের একটি চিহ্ন। আল্লাহ্‌র লোকেরা জীবনে অর্থ খুঁজে পায় যখন তারা আনন্দের সঙ্গে তা আল্লাহ্‌র হাত থেকে গ্রহণ করে।

৩:১৪ যেন তাঁর সম্মুখে মানুষ ভয় পায়। এটি এই কিতাবের যে বার্তা রয়েছে তার সারাংশ (১২:১৩ আয়াত তুলনা করুন)।

৩:১৫ ১:৯ আয়াত তুলনা করুন।

৩:১৭ বিচার। আল্লাহ্‌র সত্যিকারের বিচারসমূহ মানুষের অবিচারের সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদের উত্তর। "যা চলে গেছে" (১৫ আয়াত) তা অর্থহীন না (যেহেতু লোকেরা এটি উড়িয়ে দেয়, ১:১১), এবং আল্লাহ্‌ লোকদের (১২:১৪ আয়াত দেখুন) মিথ্যা বিচারসমূহ (১৬ আয়াত) অগ্রাহ্য করবেন। *ধার্মিকের ও দুষ্টের।* কেউই ঐশ্বরিক বিচার থেকে পালাতে পারবে না (রোমীয় ১৪:১০; ১করি ৫:১০ এবং নোটসমূহ দেখুন; এছাড়াও তুলনা করুন প্রকা ২০:১২-১৩)।

৩:১৮ পশুর মত। "সূর্যের নিচে" মানুষ পশুর মতই মরণশীল; তাদেরকে এই অবস্থা দেখতে দেওয়া হবে এবং অনন্তকাল সম্পর্কে (১১ আয়াত) তাদের মৃদু চেতনার মধ্য দিয়ে যন্ত্রনা পাবে।

৩:১৯ নিশ্বাস এক। জবুর ১০৪:২৯-৩০ আয়াত দেখুন।

৩:২০ এক স্থানে। বেহেশতে নয় অথবা দোজখেও নয় কিন্তু মানুষের দৃষ্টিগোচর গন্তব্যস্থানে, যা পশুর মতই ধূলিতে প্রত্যাবর্তন। সকল জীবিত বিষয়ের মহা সত্য হচ্ছে মৃত্যু (দেখুন পয়দা ৩:১৯; জবুর ১০৩:১৪)।

৩:২১ ... কে জানে? ২:১৯ আয়াত এবং নোট দেখুন; তুলনা করুন ১২:৭ আয়াত। মানুষ নিজেদের মধ্য দিয়ে তা জানতে পারে না; তারা শুধু অনুমান করতে পারে। উত্তরটি প্রথমে আভাসে মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ দেখুন জবুর ১৬:৯-১১; ৪৯:১৫; ৭৩:২৩-২৬; দানি ১২:২ এবং নোট), এরপর তা "ইঞ্জিলের মধ্য দিয়ে দীপ্তিতে" আনা হয়েছে (২তীম ১:১০; আরও দেখুন ইউ ৫:২৪-২৯)।

৩:২২ আর মঙ্গল মানুষের নেই। এর সমাপ্তি হিসেবে, কর্মও অর্থহীন (৪:৪; ৯:৯)। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এটি উপহার হিসেবে গ্রহণ করা (১৩ আয়াত) এটিকে স্থায়ী মূল্য প্রদান করে (১৪ আয়াত)।

৪:১ জুলুম। এই বিষয়টি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে (৩:১৬ আয়াত) মানুষের ট্রাজেডির ক্ষেত্রে আরেকটি উপাদান। জীবনকে অর্থহীন হিসেবে খুঁজে পাওয়া অনেক দুঃখজনক কিন্তু এর নিষ্ঠুরতার স্বাদ নেওয়া কথার অধিকতর তেতো।

লোকদের সান্ত্বনা দেবার মত কেউ নেই।
২ অতএব যারা এখনও জীবিত আছে, তাদের
চেয়ে, যারা ইতোপূর্বে মারা গেছে, আমি তাদের
প্রশংসা করলাম।
৩ কিন্তু যে আজ পর্যন্ত হয় নি এবং সূর্যের
নিচে কৃত মন্দ কাজ দেখে নি, তার অবস্থা দু'টি
বিষয় থেকেও ভাল।
৪ পরে আমি সমস্ত পরিশ্রম ও কর্ম-কৌশল
দেখে বুঝলাম, এতে মানুষ প্রতিবেশীর
ঈর্ষাভাজন হয়; এও অসার ও বায়ুর পিছনে
দৌড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়। ৫ হীনবুদ্ধি হাত
জড়সড় করে নিজের মাংস ভোজন করে।
৬ পরিশ্রম ও বায়ুভক্ষণসহ পূর্ণ দুই মুষ্টির চেয়ে
শান্তিসহ পূর্ণ এক মুষ্টি ভাল।
৭ তখন আমি ফিরে সূর্যের নিচে অসারতা
নিরীক্ষণ করলাম। ৮ কোন ব্যক্তি একা থাকে,
তার দ্বিতীয় কেউ নেই, পুত্র নেই, ভাইও নেই,
তবুও তার পরিশ্রমের সীমা নেই, তার চোখের
ধনে তৃপ্ত হয় না। সে বলে, তবে আমি কার জন্য
পরিশ্রম করছি ও নিজের প্রাণকে সুখভোগ থেকে
বঞ্চিত করছি? এও অসার ও ভারী কষ্টজনক।

বন্ধুত্বের মূল্য

৯ এক জনের চেয়ে দু'জন ভাল, কেননা
তাদের পরিশ্রমে সুফল হয়। ১০ কারণ তারা পড়ে
গেলে এক জন নিজের সঙ্গীকে উঠাতে পারে;
কিন্তু ধিক্ তাকে, যে একাকী, কেননা সে পড়ে
গেলে তাকে তুলতে পারে, এমন দোসর কেউই
নেই। ১১ আবার দু'জন একত্র শয়ন করলে উষ্ণ
হয়, কিন্তু এক জন কেমন করে উষ্ণ হবে?

[৪:৩] আইউ ৩:১৬।
[৪:৪] হেদা ১:১৪।
[৪:৫] মেসাল ৬:১০।
[৪:৬] মেসাল ১৫:১৬-১৭; ১৬:৮।
[৫:২] আইউ ৬:২৪; মেসাল ২০:২৫।
[৫:৩] আইউ ২০:৮।
[৫:৪] দ্বিঃবি ২৩:২১; কাজী ১১:৩৫; জবুর ১১৯:৬০।
[৫:৫] শুমারী ৩০:২-৪; ইউ ২:৯।

১২ আর যে একাকী, তাকে যদিও কেউ পরাস্ত
করে, তবুও দু'জন তার প্রতিরোধ করবে এবং
ত্রিগুণ সুতা শীঘ্র ছেঁড়ে না।
১৩ যে হীনবুদ্ধি বৃদ্ধ বাদশাহ্ আর কোন পরামর্শ
গ্রহণ করতে পারে না, তার চেয়ে বরং দরিদ্র
জ্ঞানবান যুবক ভাল। ১৪ কেননা হয়তো সে
বাদশাহ্ হবার জন্য কারাগার থেকে বের
হয়েছিল; এমন কি, তার রাজ্যেও হয়তো সে
গরীব অস্থায় জন্মেছিল। ১৫ আমি সূর্যের নিচে
ভ্রমণকারী সমস্ত প্রাণীকে দেখলাম, তারা সেই
যুবকের পিছনে গেল যে ব্যক্তি বাদশাহ্র পরে
তার পদ লাভ করলো। ১৬ সেসব মানুষের,
যাদের উপরে সে শাসনকর্তা হয়েছিল, তারা
অসংখ্য; তবুও পরবর্তী মানুষেরা সেই ব্যক্তিতে
আনন্দ করবে না। বস্তুত এও অসার ও বায়ুর
পিছনে দৌড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ্র প্রতি ভয়

৫ ১ তুমি আল্লাহ্র গৃহে গমনকালে তোমার
চরণ সাবধানে ফেলো; কারণ হীনবুদ্ধিদের
মত কোরবানী করার চেয়ে বরং শুনবার জন্য
উপস্থিত হওয়া ভাল; কেননা ওরা যে মন্দ কাজ
করছে, তা বোঝে না। ২ তুমি নিজের মুখকে
দ্রুত কথা বলতে দিও না এবং আল্লাহ্র সাক্ষাতে
কথা বলতে তোমার কথাগুলো যেন দ্রুত না হয়;
কেননা আল্লাহ্ বেহেশতে ও তুমি দুনিয়াতে,
অতএব তোমার কথা অল্প হোক। ৩ কারণ স্বপ্ন
বহুকষ্টসহ উপস্থিত হয়, আর হীনবুদ্ধি কথা
অনেক কথা বললে বোকামী বের হয়ে আসে।
৪ আল্লাহ্র কাছে মানত করলে তা পরিশোধ

৪:২ দেখুন আইউব ৩; ইয়ার ২০:১৪-১৮ আয়াত। যে বিশ্বাস বড় চিত্র দেখে তার জন্য দেখুন রোমীয় ৮:৩৫-৩৯।

৪:৪-৬ কঠিন পরিশ্রম এবং অলসতা উভয়ই সুখ, অর্থ অথবা পূর্ণতা এনে দিতে পারে না।

৪:৪ সমস্ত পরিশ্রম ও কার্যকৌশল। এটিও অর্থহীন যদি তা আল্লাহ্র রহমতের সাথে না করা হয় (৩:১৩ দেখুন; ইউসুফের নিঃস্বার্থ সফলতা তুলনা করুন; পয়দা ৩৯ আয়াত)।

৪:৫ অলস লোকের সর্বনাশ সুস্পষ্টভাবে ১০:১৮; মেসাল ৬:৬-১১; ২৪:৩০-৩৪ আয়াতে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

৪:৬ শান্তিসহ। মেসাল ৩০:৭-৯ দেখুন। পৌল এই বিষয়ের উপর শেষ কথা বলেন (ফিলি ৪:১১-১৩)।

৪:৭-১২ যারা শুধু তাদের নিজেদের জন্য পরিশ্রম করে– যে কারণেই হোক তা অর্থহীন এবং যদিও তারা কঠিন জীবন যাপন করে।

৪:১২ দু'জন ... ত্রিগুণ। একটি ক্লাইমেটিক গঠন (দেখুন আইউব ৫:১৯; মেসাল ৬:১৬ এবং নোটসমূহ)।

৪:১৩-১৬ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অগ্রগতি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থহীনতার আরেকটি উদাহরণ।

৪:১৬ তাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের সেবা করেছিল। পরবর্তী মানুষেরা। পরবর্তী প্রজন্ম।

৫:১-৭ এই সেকশনের বিষয় হচ্ছে ভাসা-ভাসা ধর্মের অর্থহীনতা, যা তাড়াহুড়া করে মানত করার উপর প্রতিফলিত হয়েছে।

৫:১ তোমার চরণ সাবধানে রেখো। আপনার কি বলা এবং করা উচিত সেই বিষয়ে চিন্তা করুন। *গৃহে।* এখানে সম্ভবত সোলায়মানের এবাদতখানার বিষয় বলা হয়েছে। *শ্রবণ।* মান্য করা। ১শামু ১৫:২২ একই হিব্রু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে এবং একই ধরনের পার্থক্য করে সত্যিকারের এবং ভাসা-ভাসা এবাদতের বিষয়ে বলা হয়েছে। *কোরবানী।* সম্ভবত ৪-৬ আয়াতের মানতের সাথে যুক্ত।

৫:২ নিজের মুখকে দ্রুত কথা বলতে। যেরকম তাড়াহুড়া করে মানত করা হয় (কাজী ১১:৩০ এবং নোট দেখুন)। *আল্লাহ্র ... বেহেশতে ... তুমি দুনিয়াতে।* আল্লাহ্ এবং মানবজাতীর ভিতর পার্থক্যের উপর জোর প্রদান করে।

৫:৩ একটি মেসাল। প্রসঙ্গের মধ্যে এটি বোঝায় যে, যত্নের মাঝে একজন সুখের স্বপ্ন দেখে (যেমন ক্ষুধার্ত লোক একটি ভোজের স্বপ্ন দেখে), এবং পূর্বধারণা বসতঃ অনেকে আল্লাহ্র কাছে (৭ আয়াত) তাড়াহুড়া করে মানত করে ("বাক্যেরও বাহুল্য")।

৫:৪ মানত। দ্বিঃবিঃ ২৩:২১-২৩; ১শামু ১:১১, ২৪-২৮ আয়াত দেখুন। *হীনবুদ্ধি লোকদের উপর তাঁর সন্তোষ নেই।* কিতাবে হীনবুদ্ধি সে নয় যে শিখতে পারে না বরং সে যে

BACIB International Bible CHURCH

করতে বিলম্ব করো না, কারণ হীনবুদ্ধি লোকদের উপর তাঁর সন্তোষ নেই; যা মানত করবে, তা পরিশোধ করো। ৫ মানত করে না দেওয়ার চেয়ে বরং তোমার মানত না করাই ভাল। ৬ তুমি তোমার কথার দরুন নিজেকে গুনাহ্‌র মধ্যে ডুবিয়ে দিও না; এবং "ওটা ভুল," এমন কথা ফেরেশতার সাক্ষাতে বলো না; আল্লাহ্‌ কেন তোমার কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার হাতের কাজ নষ্ট করবেন? ৭ বস্তুত অনেক স্বপ্ন দেখা ও অনেক কথা বলা অসারতা বয়ে নিয়ে আসে; কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

৮ তুমি দেশে দরিদ্রের জুলুম, কিংবা বিচার ও ধার্মিকতার খণ্ডন দেখলে সেই ব্যাপারে চমৎকৃত হয়ো না, কেননা উচ্চপদস্থ লোকের চেয়ে উচ্চতর পদান্বিত এক জন রক্ষক আছেন; আবার যিনি উচ্চতম, তিনি উভয়ের কর্তা। ৯ আর দেশের ফল সকলেরই জন্য; ভূমির দ্বারা বাদশাহ্‌ সেবা পেয়ে থাকেন।

অভিলাষের অসারতা

১০ যে ব্যক্তি টাকা ভালবাসে, সে টাকায় তৃপ্ত হয় না; আর যে ব্যক্তি ধনরাশি ভালবাসে, সে ধনাগমে তৃপ্ত হয় না; এও অসার। ১১ সম্পত্তি বাড়লে ভোক্তাও বাড়ে; আর দৃষ্টিসুখ ছাড়া সম্পত্তিতে সম্পত্তির মালিকদের কি ফল হয়? ১২ শ্রমজীবী বেশি বা অল্প আহার করুক, নিদ্রা তার মিষ্ট লাগে; কিন্তু ধনবানের পূর্ণতা তাকে নিদ্রা যেতে দেয় না।

১৩ সূর্যের নিচে আমি এই বিষম অনিষ্ট দেখেছি যে, ধনাধিকারীর অনিষ্টের জন্যই ধন রক্ষিত হয়; ১৪ আর দুর্ঘটনায় সেই ধনের ক্ষয় হয় এবং যদিও সে সন্তানের পিতা, কিন্তু তার হাতে কিছুই নেই। ১৫ সে মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ আসে; যেমন আসে তেমনি উলঙ্গই পুনরায় চলে যায়; পরিশ্রম করলেও সে যা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে, এমন কিছুই নেই। ১৬ এও বিষম অনিষ্ট; সে যেমন আসে, সর্বতোভাবে তেমনি যায়; অতএব বায়ুর জন্য পরিশ্রম করার পর তার কি ফল দেখবে? ১৭ আর সে সারা জীবন অন্ধকারে আহার করে এবং তার বিষম বিরক্তি, অসুস্থতা ও ক্রোধ উপস্থিত হয়।

১৮ দেখ, আমি দেখেছি, এ-ই উত্তম ও মনোরঞ্জক, আল্লাহ্‌ মানুষকে যে কয় দিন পরমায়ু দেন, সেসব দিন সে যেন সূর্যের নিচে নিজের কর্তব্য সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যে ভোজন পান ও সুখভোগ করে, কারণ এ-ই তার অংশ। ১৯ আবার আল্লাহ্‌ যে কোন ব্যক্তিকে ধন-সম্পত্তি দান করেন, তাকে তা ভোগ করতে, নিজের অংশ নিতে ও নিজের পরিশ্রমে আনন্দ করতে ক্ষমতা দেন, এও আল্লাহ্‌র দান। ২০ কারণ সে নিজের পরমায়ুর দিনগুলো তত স্মরণ করবে না, কেননা আল্লাহ্‌ তার হৃদয়ের আনন্দে তাকে অধিকার করে রাখেন।

অতৃপ্তির হতাশা

৬ ১ সূর্যের নিচে আমি একটা অনিষ্টের বিষয় দেখেছি, তা মানবজাতির জন্য ভীষণ কষ্টের; ২ আল্লাহ্‌ কোন ব্যক্তিকে এত ধন, সম্পত্তি ও গৌরব দেন যে, অভীষ্ট বস্তুগুলোর মধ্যে তার প্রাণের জন্য কিছুই অভাব থাকে না, তবুও আল্লাহ্‌ তা ভোগ করার ক্ষমতা তাকে দেন না, কিন্তু অপর লোক তা ভোগ করে; এও অসার ও অনিষ্টকর ব্যাধি। ৩ কোন ব্যক্তি যদি এক শত পুত্রের জন্ম দিয়ে অনেক বছর বেঁচে দীর্ঘজীবী হয়, কিন্তু তার প্রাণ যদি মঙ্গলে তৃপ্ত না হয় এবং তার কবরও যদি না হয়, তবে আমি

[৫:৭] হেদা ৩:১৪।
[৫:৮] জবুর ১২:৫।
[৫:১২] আইউ ২০:২০।
[৫:১৩] হেদা ৬:১-২।
[৫:১৫] জবুর ৪৯:১৭; ১তীম ৬:৭।
[৫:১৬] হেদা ১:৩।
[৫:১৮] হেদা ২:৩।
[৫:১৯] ১খান্দান ২৯:১২।
[৫:২০] দ্বি:বি ১২:৭, ১৮।
[৬:২] হেদা ৫:১৯।
[৬:৩] আইউ ৩:১৬।

শিখতে অস্বীকার করে (দেখুন মেসাল ১:২০-২৭; আরও দেখুন মেসাল ১:৭ আয়াতের নোট)।

৫:৬ ফেরেশতার। সম্ভবত ইমাম (দেখুন মালাখি ২:৭ এবং নোট)। *আল্লাহ্‌ কেন তোমার কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে ... ?* মানত ভঙ্গ করা হচ্ছে একটি ভয়ানক বিষয় (দেখুন শুমারী ৩০:২ এবং ৩০:১-২৬ আয়াতের নোট) এবং এর ফলে সর্বনাশা পরিনাম হতে পারে (দেখুন দ্বিঃবিঃ ২৩:২১-২৩)।

৫:৮ চমৎকৃত হয়ো না। মানব সমাজের অন্যান্য খোলামেলা মূল্যায়নের জন্য দেখুন ৪:১-৩ আয়াত। ঈসা মসীহের মত এই শিক্ষকের, যিনি জানতেন "মানুষের অন্তরে কি আছে" (ইউ ২:২৫), কোন অলীকতা অথবা আজগুবি পরিকল্পনা আছে কি না।

৫:৯ ভূমির দ্বারা বাদশাহ্‌ সেবা পেয়ে থাকেন। আমোস ৭:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:১০ বহু ধনসম্পদ সন্তুষ্টি আনে না (দেখুন ১তীম ৬:৬-৮ আয়াত; আরও দেখুন ফিলি ৪:১১-১২ আয়াত এবং নোট সমূহ)।

৫:১১-১২ বহু ধনসম্পদ আরও বেশি উদ্বিগ্নতা নিয়ে আসে (দেখুন ১৩-১৪ আয়াত এবং ১৩ আয়াতের নোট; মথি ১৩:২২ আয়াত; ১তীম ৬:৯-১০, ১৭-১৯ আয়াত)

৫:১১ ভোক্তাও। মানব পরজীবীসমূহ।

৫:১৩ অনিষ্টের। এর মধ্যে রয়েছে সম্পত্তির প্রতি উদ্বেগ।

৫:১৫ সে যা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে, এমন কিছুই নেই। দেখুন লূক ১২:১৩-২১।

৫:১৮-২০ ২:২৪-২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:২-৩ মঙ্গল। ২ আয়াতের সাথে ৫:১৯ আয়াতের তুলনা এটি প্রদর্শন করে যে আল্লাহ্‌র রহমত ভোগ করার সক্ষমতা হচ্ছে বোনাস– যা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত উপহার, কিন্তু অধিকার অথবা গ্যারান্টি নয়। আল্লাহ্‌ সেই সব লোকদের "নির্বোধ" বলেন যারা এই সত্য ভুলে যায় (লূক ১২:২০ আয়াত)।

৬:২ কিন্তু অপর লোক তা ভোগ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন লোকদের সম্পদ ছিনতাই হয়ে যায় অথবা তারা উত্তরাধিকার ছাড়াই মারা যায়।

৬:৩ তার কবরও যদি না হয়। বাদশাহ্‌ যিহোয়াকিমের মত (ইয়ার ২২:১৮-১৯ আয়াত) যার মৃত্যুতে কেউ শোক করে না অথবা অপমানিত হয়ে মারা যাবে। *গর্ভস্রাবও।* ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের জন্য জীবন হচ্ছে অর্থহীন যাত্রা যা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তা অনেকটা গর্ভস্রাবেও মত যা খুব দ্রুত আসে

বলি, তা থেকে বরং গর্ভস্রাবও ভাল। ৪ কেননা তা বাষ্পবৎ আসে ও অন্ধকারে চলে যায় ও তার নাম অন্ধকারে ঢাকা পড়ে; ৫ আবার তা সূর্য দেখে নি ও কিছুই জানে নি; তবুও সেই মানুষের চেয়ে এর বেশি বিশ্রাম হয়। ৬ সে যদিও দুই হাজার বছর জীবিত থাকে এবং কোন মঙ্গল ভোগ না করে তবে কি লাভ, সকলই কি এক স্থানে যায় না?

৭ মানুষের সমস্ত পরিশ্রম তার মুখের জন্য, তবুও ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না। ৮ বস্তুত হীনবুদ্ধির চেয়ে জ্ঞানবানের বিশেষ সুবিধা কি? আর জীবিতদের সাক্ষাতে চলতে জানে এমন দুঃখী লোকেরই বা কি উৎকর্ষ? ৯ দৃষ্টিসুখ যত ভাল, প্রাণের লালসা তত ভাল নয়; এও অসার ও বায়ুর পিছনে দৌড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।

১০ যা হয়েছে, অনেক দিন হল তার নাম-করণ হয়েছিল, কারণ সকলে জানে যে, সে মানুষ এবং নিজের চেয়ে পরাক্রান্ত লোকের সঙ্গে বিতণ্ডা করতে সে অপারগ।

১১ যাতে অসারতা বাড়ে, এমন অনেক কথা আছে, তাতে মানুষের কি উৎকর্ষ? ১২ বস্তুত জীবনকালে মানুষের মঙ্গল কি, তা কে জানে? তার অসার জীবনকাল তো সে ছায়ার মত যাপন করে; আর মানুষের মৃত্যুর পরে সূর্যের নিচে কি ঘটবে, তা তাকে কে জানাতে পারে?

ভিন্ন ভিন্ন নীতি কথা

৭ ১ উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তেলের চেয়ে সুখ্যাতি ভাল এবং জন্মদিনের চেয়ে মরণদিন ভাল। ২ ভোজের বাড়িতে যাওয়ার চেয়ে মাতম-গৃহে যাওয়া ভাল, কেননা তা সকল মানুষের শেষগতি এবং জীবিত লোক তাতে মনোনিবেশ করবে। ৩ হাসি থেকে মনস্তাপ ভাল, কারণ মুখের বিষণ্নতায় হৃদয় খুশি হয়। ৪ জ্ঞানবানদের হৃদয় মাতম-গৃহে থাকে, কিন্তু হীনবুদ্ধিদের দিল আমোদ-গৃহে থাকে। ৫ হীনবুদ্ধিদের গান শোনার চেয়ে জ্ঞানবানের ভর্ৎসনা শোনা ভাল। ৬ কেননা যেমন হাঁড়ির নিচে কাঁটার চড়চড় আওয়াজ, তেমনি হীনবুদ্ধির হাসি; এও অসার। ৭ জুলুম জ্ঞানবানকে পাগল করে তোলে এবং ঘুষ বুদ্ধি নষ্ট করে। ৮ কাজের আরম্ভ থেকে তার অন্ত ভাল এবং গর্বিত লোকের চেয়ে ধীর লোক ভাল। ৯ তোমার রূহ্‌কে তাড়াতাড়ি বিরক্ত হতে দিও না, কেননা হীনবুদ্ধি লোকদেরই বুক বিরক্তির আশ্রয়। ১০ তুমি জিজ্ঞাসা করো না, বর্তমান কালের চেয়ে পূর্বকাল কেন ভাল ছিল? কেননা এই বিষয়ে তোমার জিজ্ঞাসা করা প্রজ্ঞা থেকে উৎপন্ন হয় না। ১১ পৈতৃক ধনের মত প্রজ্ঞা ভাল; যারা সূর্য দর্শন করে তাদের পক্ষে আরও উৎকৃষ্ট। ১২ কেননা প্রজ্ঞা আশ্রয়, ধনও আশ্রয় বটে, কিন্তু প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা এই যে, প্রজ্ঞা নিজের অধিকারীর জীবন রক্ষা করে। ১৩ আল্লাহ্‌র কাজ নিরীক্ষণ কর, কারণ তিনি যা বাঁকা করেছেন, তা সরল করা কার সাধ্য? ১৪ সুখের দিনে সুখী হও এবং দুঃখের দিনে দেখ, আল্লাহ্ সুখ ও দুঃখ পাশাপাশি রেখেছেন, অভিপ্রায় এই, তারপর কি ঘটবে, তার কিছুই যেন মানুষ জানতে না পারে।

১৫ আমি নিজের অসারতার কালে এ সবই দেখেছি; কোন ধার্মিক লোক নিজের ধার্মিকতায়

[৬:৬] হেদা ২:১৪।
[৬:৭] মেসাল ২৭:২০।
[৬:১২] ১খান্দান ২৯:১৫; আইউ ১৪:২; জবুর ৩৯:৬।
[৭:১] মেসাল ২২:১; সোলায় ১:৩।
[৭:২] মেসাল ১১:১৯।
[৭:৩] মেসাল ১৪:১৩।
[৭:৪] ইয়ার ১৬:৮।
[৭:৫] মেসাল ১৩:১৮; ১৫:৩১-৩২।
[৭:৬] মেসাল ১৪:১৩।
[৭:৭] হিজ ১৮:২১; ২৩:৮।
[৭:৮] মেসাল ১৪:২৯।
[৭:৯] মথি ৫:২২।
[৭:১০] জবুর ৭৭:৫।
[৭:১৩] হেদা ২:২৪।
[৭:১৪] আইউ ১:২১; হেদা ২:২৪।
[৭:১৫] আইউ ২১:৭; ইয়ার

আবার দ্রুতই চলে যায় (তুলনা করুন আইউব ৩:১৬; জবুর ৫৮:৮ আয়াত)।

৬:৬ এক স্থানে। মৃত্যু এবং কবরের বাইরে কি আছে সেদিকে চিন্তা না করে (দেখুন ১২ আয়াত; ৩:২০ আয়াত এবং নোট), এখনও আমরা যতটুকু পর্যবেক্ষণ করতে পারি (অর্থাৎ সকল মানুষ মারা যায়) সেই অনুযায়ী বলা হয়েছে।

৬:৭-১২ আত্মতুষ্টি মোকাবিলা করতে গিয়ে শিক্ষক চিন্তা করার জন্য কিছু কারণ দেখান: জীবনের অল্প সময়ের জন্য থাকে (৭ আয়াত), তর্কতর্কি (৮ আয়াত) এবং অধরা পুরস্কারসমূহ; আমাদের সৃজনশীলতা, শক্তি এবং প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধতা (১০-১১ আয়াত); নিছক মানবিক মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর অবিশ্বাসযোগ্যতা (১২ আয়াত)।

৬:৯ অসংযত বাসনা প্রতিপালন করার চেয়ে যার যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ভাল (ফিলি ৪:১১-১২ এবং ৪:১২ আয়াতের নোট তুলনা করুন; ১তীম ৬:৬,৮)।

৬:১০ নামকরণ। আল্লাহ্‌র দ্বারা পূর্বনির্ধারিত (৩:১-২২; ৩:২ আয়াতের নোটসমূহ দেখুন)। *জানে।* আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। *পরাক্রান্ত লোকের।* অর্থাৎ আল্লাহ্।

৬:১২ ছায়ার মত। আইউব ৮:৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৭:১ মরণদিন ভাল। ঈসায়ীদের প্রচুর কারণ আছে এটি বলার জন্য (২করি ৫:১-১০; ফিলি ১:১২-২৩)। কিন্তু শিক্ষকের কথা যুক্তিপূর্ণ, যেমন তা ২-৬ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে; যথা, সুখের সময়গুলো আমাদের কঠিন সময়ের চেয়ে কম শিক্ষা দেয়।

৭:৬ কাঁটার চড়চড় আওয়াজ। বোকাদের হাসি, যেমন পাত্রে আগুনের আঁচ লাগবার আগেই শুকনা ও কাঁচা কাঁটার জ্বালানিগুলো জ্বলে যায়। (দেখুন জবুর ৫৮:৯ এবং নোট)

৭:৭ ঘুষ। মথি ২৮:১১-১৫; লূক ২২:৪-৬ দেখুন।

৭:৯ বিরক্ত। দেখুন, উদাহরণস্বরূপ মেসাল ১৬:৩২; ১৭:১৪; ১করি ১৩:৪-৫।

৭:১১ সূর্য দর্শন করে। অর্থাৎ তারা জীবিত।

৭:১২ নিজের অধিকারীর জীবন রক্ষা করে। তুলনা করুন মেসাল ৩:১৩-১৮; ১৩:১৪।

৭:১৩ তা সরল করা কার সাধ্য? নিয়তিবাদ নয়, কিন্তু একটি তাগাদা কারণ যারা মরণশীল তারা আল্লাহ্ যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা পরিবর্তন করতে পারে না (১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন; ৩:১-২২ আয়াতের নোট তুলনা করুন)।

৭:১৪ আল্লাহ্ যেমন একটি খারাপ সময় তৈরি করেছেন, সাথে সাথে আরেকটি ভাল সময়ও তৈরি করেছেন। রোমীয় ৮:২৮-২৯ আয়াত তুলনা করুন।

৭:১৫ কোন ধার্মিক লোক নিজের ধার্মিকতায় বিনষ্ট হয়। কঠিন সময়ে অথবা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ধার্মিকতা

বিনষ্ট হয় এবং কোন দুষ্ট লোক নিজের দুষ্টতায়
দীর্ঘ কাল যাপন করে। [১৬] অতি ধার্মিক হয়ো না
ও নিজেকে অতিশয় জ্ঞানবান দেখিও না; [১৭] কেন
নিজেকে নষ্ট করবে? অতি দুষ্ট হয়ো না, অজ্ঞানও
হয়ো না; তোমার সময় না হতে কেন মরবে?
[১৮] তুমি যদি তা ধরে রাখ এবং তা থেকেও হাত
নিবৃত্ত না কর, তবে ভাল; কেননা যে আল্লাহ্‌কে
ভয় করে, সে ঐ সমস্ত চরম অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ
হবে।
[১৯] জ্ঞানবানকে প্রজ্ঞা যত বলবান করে,
নগরস্থ দশ জন পরাক্রমী তত করে না। [২০] এমন
ধার্মিক লোক দুনিয়াতে নেই, যে সৎকর্ম করে,
গুনাহ্‌ করে না। [২১] যত কথা বলা যায়, সকল
কথায় মন দিও না; দিলে হয় তো শুনবে, তোমার
গোলাম তোমাকে বদদোয়া দিচ্ছে। [২২] কেননা
তুমিও অন্যকে পুনঃ পুনঃ বদদোয়া দিয়েছ, তা
তোমার মন জানে।

প্রজ্ঞার খোঁজ

[২৩] আমি প্রজ্ঞা দ্বারা এগুলোর পরীক্ষা
করলাম; আমি বললাম, জ্ঞানবান হব, কিন্তু জ্ঞান
আমার কাছ থেকে দূরে ছিল। [২৪] যা আছে, তা
দূরে রয়েছে; তা অতি গভীর কে তা পেতে
পারে? [২৫] আমি ফিরলাম ও মনোনিবেশ করলাম,
যেন জানতে ও অনুসন্ধান করতে পারি, প্রজ্ঞা ও
তত্ত্ব খোঁজ করতে পারি, জানতে পারি যে,
নাফরমানী হীনবুদ্ধিতা মাত্র, আর অজ্ঞানতা
পাগলামী মাত্র। [২৬] তাতে মৃত্যুর চেয়েও তিক্ত
পদার্থ পেলাম, অর্থাৎ সেই স্ত্রীলোক, যার
অন্তঃকরণ ফাঁদ, জাল ও হাত শিকলস্বরূপ; যে
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রীতিজনক, সে তা থেকে রক্ষা
পাবে, কিন্তু গুনাহ্‌গার তার দ্বারা ধৃত হবে।
[২৭] হেদায়েতকারী বলছেন, দেখ, তত্ত্ব পাবার
জন্য একটির পর একটি বিবেচনা করে আমি
এটি পেয়েছি। [২৮] আমার মন এখনও যার খোঁজ
করে আসছে, তা আমি পাই নি; হাজারের মধ্যে
এক জন পুরুষকে পেয়েছি; কিন্তু সেই সবের
মধ্যে একটি স্ত্রীলোককেও পাই নি। [২৯] দেখ,
কেবল এ-ই জানতে পেয়েছি যে, আল্লাহ্‌
মানুষকে সরল করে নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু
তারা জীবনকে অনেক জটিল করে তুলেছে।

১২:১।
[৭:১৭] আইউ ১৫:৩২।
[৭:১৮] হেদা ৩:১৪।
[৭:১৯] মেসাল ৮:১৪।
[৭:২০] ২খান্দান ৬:৩৬; আইউ ৪:১৭; মেসাল ২০:৯; রোমীয় ৩:১২।
[৭:২১] মেসাল ৩০:১০।
[৭:২৩] হেদা ১:১৭।
[৭:২৪] আইউ ২৮:১২।
[৭:২৫] আইউ ২৮:৩।
[৭:২৬] হিজ ১০:৭; কাজী ১৪:১৫।
[৭:২৭] হেদা ১:১।
[৭:২৮] ১বাদশা ১১:৩।
[৮:৩] হেদা ১০:৪।
[৮:৪] ইষ্টের ১:১৯।
[৮:৬] হেদা ৩:১।

সাংসারিক বিষয়ের অসারতা

৮ [১] জ্ঞানবানের মত কে? কে বস্তুর ব্যাখ্যা
জানে? মানুষের প্রজ্ঞা তার মুখ উজ্জ্বল করে
এবং তার মুখের কঠিনতা পরিবর্তন হয়।
[২] আমার পরামর্শ এই, তুমি বাদশাহ্‌র হুকুম
পালন কর; আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে কৃত শপথ করেছ
বলেই তা সম্পন্ন কর। [৩] তাঁর সম্মুখ থেকে
তাড়াতাড়ি চলে যেও না; মন্দ বিষয়ে লিপ্ত
থেকো না; কেননা তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই
করেন। [৪] কারণ বাদশাহ্‌র কথা অনেক
শক্তিশালী, আর 'তুমি কি করছো?' এমন কথা
তাঁকে কে বলতে পারে? [৫] যে ব্যক্তি হুকুম পালন
করে, সে কোন মন্দ বিষয় জানবে না; আর
জ্ঞানবানের মন সঠিক সময় ও বিচার জানে।
[৬] বস্তুত সমস্ত ব্যাপারের জন্য উপযুক্ত সময় ও
বিচার আছে; কারণ মানুষের দুঃখ তার পক্ষে
অতিমাত্র। [৭] কেননা কি ঘটবে, তা সে জানে না;
কিভাবেই বা ঘটবে, তা তাকে কে জানাতে
পারে? [৮] বায়ুকে যেমন ধরে রাখবার ক্ষমতা
কারো নেই তেমনি মরণদিনের উপরে কর্তৃত্ব

কোন নিশ্চিত নিরাপত্তা নয়।

৭:১৬ অতি ধার্মিক হয়ো না ... অতিশয় জ্ঞানবান দেখাইও না। যদি সত্যিকারের ধার্মিকতা এবং প্রজ্ঞা ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁধা না দেয়, তাহলে মৌলবাদ, শরীয়তবাদী জ্ঞানও কোন কাজে আসবে না।

৭:১৭ অতি দুষ্ট হয়ো না। অত্যন্ত মন্দতা হচ্ছে আরও বেশি হঠকারী।

৭:১৮ তা ... তা থেকেও। আল্লাহ্‌ ভয়কারী ব্যক্তি উভয় চরম বিষয়গুলো (শরীয়তবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী) এড়িয়ে চলবে এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ সত্যিকারে ধার্মিকতার এবং জ্ঞানের জীবন যাপন করবে (তুলনা করুন রোমীয় ৬:১৪)।

৭:২০ এমন ধার্মিক লোক ... দুনিয়াতে। একটি প্রশান্ত কিতাবুলমোকাদ্দস ভিত্তিক সত্য (রোমীয় ৩:১০-২০, ২৩ আয়াত দেখুন)।

৭:২৪ আইউব ২৮:১২-২৮; ১করি ২:৯-১৬ আয়াত দেখুন।

৭:২৬ মেসাল ৭:৬-২৭ আয়াত দেখুন।

৭:২৭ হেদায়েতকারী। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। একটির সাথে আরেকটি যোগ করে কোন কিছুর পরিকল্পনা আবিষ্কার করা। এবং নির্দেশমূলক নিয়ম কখনই সম্পূর্ণ হবে না, এবং আমরা যা দেখতে পেয়েছি তা বিশ্বস্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না (৩:১১খ)। মানবিক প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধি সবসময় প্রকাশিত সত্যের কাছে সমর্পিত হয়।

৭:২৮ একজন পুরুষকে পেয়েছি ... একটি স্ত্রীলোককেও পাই নি। শিক্ষকের অভিজ্ঞতা অনুসারে। পাক-কিতাব কোন জায়গায় বলে না যে, নারীরা নৈতিকভাবে নিকৃষ্ট।

৭:২৯ আল্লাহ্‌ মানুষকে সরল করে নির্মাণ করেছিলেন। দেখুন পয়দা ৩:১-৬; রোমীয় ৫:১২ আয়াত।

৮:২ বাদশাহ্‌র হুকুম। নিয়ম-নীতি (২ আয়াত) এবং বিচক্ষণতা (৩-৬ আয়াত) উভয়ই আমাদের স্বাধীনতার উপর সীমা তৈরি করে দেয়। *কৃত শপথ।* বাদশাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে, যেমন দেখা যায় ১খান্দান ২৯:২৪ আয়াতে।

৮:৩ তাঁর সম্মুখ থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেও না। এটি করার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি সম্মানের অভাব প্রদর্শিত হয়– এমন কি অবিশ্বস্তাও দেখা যায়।

৮:৪ 'তুমি কি করছো?' এমন কথা তাঁকে কে বলতে পারে? ইশা ৪৫:৯; রোমীয় ৯:২০ আয়াত তুলনা করুন।

৮:৫ যে ব্যক্তি হুকুম পালন করে, সে কোন মন্দ বিষয় জানবে না। রোমীয় ১৩:৩-৫ আয়াত এবং নোটসমূহ দেখুন।

৮:৬ মানুষের দুঃখ তার পক্ষে অতিমাত্র। লোকদেরকে বাদশাহ্‌র আদেশকে তাদের দুঃখ দুর্দশার উপরে স্থান দিতে হবে।

৮:৭-৮ কেননা কি ঘটবে, তা সে জানে না। জবুর ৩১:১৫;

কারো নেই এবং যুদ্ধের সময় কারো ছুটি পাওয়া
সম্ভব হবে না, আর নাফরমানী দুষ্টকে উদ্ধার
করবে না।
৯ আমি এই সমস্ত কিছুই দেখেছি ও সূর্যের
নিচে যেসব কাজ করা যায়, তার প্রতি
মনোনিবেশ করেছি; কোন কোন সময়ে এক জন
অন্যের উপরে তার অমঙ্গলের জন্য কর্তৃত্ব করে।

আল্লাহ্‌ভক্তদের মঙ্গল নিশ্চিত

১০ আমি এও দেখেছি যে, দুষ্টরা কবর
পেল, সমাধি মধ্যে প্রবেশ করলো; কিন্তু যারা
সদাচরণ করেছিল, তারা পবিত্র স্থান থেকে চলে
গেল এবং নগরে লোকে তাদের ভুলে গেল; এও
অসার। ১১ দুষ্কর্মের দণ্ডাজ্ঞা দ্রুত কার্যকর হয় না,
এই কারণে বনি-আদমদের অন্তঃকরণ দুষ্কর্ম
করতে সম্পূর্ণভাবে রত হয়। ১২ গুনাহ্‌গার যদিও
শতবার দুষ্কর্ম করে দীর্ঘকাল থাকে, তবুও আমি
নিশ্চয় জানি, আল্লাহ্‌-ভীত লোকদের, যারা
আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে ভয় পায়, তাদের মঙ্গল হবে;
১৩ কিন্তু দুষ্ট লোকের মঙ্গল হবে না ও সে
দীর্ঘকাল থাকবে না; তার আয়ু ছায়াস্বরূপ; কারণ
সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে ভীত হয় না।
১৪ দুনিয়াতে এই সব অসারতা সাধিত হয়;
এমন ধার্মিক লোক আছে, যাদের প্রতি দুষ্টদের
কর্মানুযায়ী ফল ঘটে; আবার এমন দুষ্ট লোক
আছে, যাদের প্রতি ধার্মিকদের কর্মানুযায়ী ফল
ঘটে; আমি বললাম, এও অসার। ১৫ তখন আমি
আমোদের প্রশংসা করলাম, কেননা ভোজন পান
ও আমোদ করা ছাড়া সূর্যের নিচে মানুষের আর
ভাল কিছু নেই; সূর্যের নিচে আল্লাহ্‌দত্ত তার
জীবনকালে সেটাই তার পরিশ্রমে তার সহবর্তী
হবে।

[৮:১০] হেদা ১:১১।
[৮:১২] দ্বিঃবি ১২:২৮।
[৮:১৩] দ্বিঃবি ৪:৪০; আইউ ৫:২৬; জবুর ৩৪:১২; ইশা ৬৫:২০।
[৮:১৪] আইউ ২১:৭।
[৮:১৫] হিজ ৩২:৬; হেদা ২:৩।
[৮:১৬] হেদা ১:১৭।
[৮:১৭] আইউ ২৮:৩।
[৮:১৭] আইউ ২৮:২৩; রোমীয় ১১:৩৩।
[৯:১] হেদা ১০:১৪।
[৯:২] আইউ ৯:২২; হেদা ২:১৪।
[৯:৩] আইউ ৯:২২; হেদা ২:১৪।
[৯:৫] আইউ ১৪:২১।

১৬ আমি যখন প্রজ্ঞার তত্ত্ব জানতে এবং
দুনিয়াতে যে কষ্ট ঘটে, তা দেখতে মনোনিবেশ
করলাম, ১৭ মানুষের চোখ দিনরাত যখন নিদ্রা
দেখে না তখন আল্লাহ্‌র সমস্ত কাজের বিষয়ে
এই বিষয়টি দেখলাম, সূর্যের নিচে আল্লাহ্‌ যে
কাজ করেছেন, মানুষ তার তত্ত্ব পেতে পারে না;
কারণ যদিও মানুষ তার অনুসন্ধানের জন্য
পরিশ্রম করে, তবুও তার তত্ত্ব পেতে পারে না;
এমন কি, জ্ঞানবান লোকেও যদি বলে জানতে
পারব, তবু তার প্রকৃত তত্ত্ব খুঁজে পায় না।

সকলের শেষ অবস্থা একই

৯ ১ বস্তুত আমি এ সব বিষয় অনুসন্ধান করার
জন্য এ সব বিষয়ে মনোনিবেশ করলাম;
ধার্মিক ও জ্ঞানবান লোকেরা এবং তাদের সমস্ত
কাজ আল্লাহ্‌র হস্তগত; মহব্বত বা ঘৃণা, তা
মানুষ জানে না; সমস্তই তাদের সম্মুখে।
২ সকলের প্রতি নির্বিশেষে সকলই ঘটে; ধার্মিক
বা দুষ্ট এবং ভাল বা মন্দ ও পাক বা নাপাক
এবং কোরবানীদাতা বা যে কোরবানী দেয় না,
সকলের প্রতি এক রকম ঘটনা হয়; ভাল যেমন,
গুনাহ্‌গারও তেমনি এবং শপথকারী যেমন,
শপথে ভয়কারীও তেমনি। ৩ সূর্যের নিচে যত
কাজ করা যায়, তার মধ্যে দুঃখের বিষয় যে,
সকলের প্রতি এক রকম ঘটনা হয়; এছাড়া,
বনি-আদমদের অন্তঃকরণ দুষ্টতায় পরিপূর্ণ এবং
সারা জীবন পাগলামী তাদের হৃদয়ের মধ্যে
থাকে, পরে তারা মৃতদের কাছে যায়। ৪ কারণ
কে অব্যাহতি পায়? সমস্ত জীবিত লোকের মধ্যে
প্রত্যাশা আছে, কেননা মৃত সিংহের চেয়ে বরং
জীবিত কুকুর ভাল। ৫ কারণ জীবিত লোকেরা
জানে যে, তারা মরবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে

মথি ৬:৩৪; ২করি ৫:২-১০; ইয়াকুব ৪:১৩-১৬ আয়াত দেখুন।

৮:৮ নাফরমানী দুষ্টকে উদ্ধার করবে না। ক্রীতদাস করার ক্ষেত্রে নৈতিক মন্দতার মহা ক্ষমতা রয়েছে (রোমীয় ৭:১৫-২৪ আয়াত এবং ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। এছাড়া রোমীয় ৭:২৫ আয়াতেরও নোট দেখুন।

৮:১০ দুষ্টগণ কবরপ্রাপ্ত হল। এই প্রসঙ্গে অবাঞ্চিত সম্মান বুঝায় (৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন; তুলনা করুন আইউব ২১:২৮-৩৩; লূক ১৬:২২ আয়াত)।

৮:১১ বিলম্বিত শাস্তি আরও বেশি ভুল কাজ করার দিকে ধাবিত করে।

৮:১২ আমি নিশ্চয় জানি। এখানে শিক্ষক পরিপক্ক ঈমান থেকে বলছেন, কিন্তু "এখনও যার খোঁজ করে আসছে, তা আমি পাই নি" এমন অবস্থা থেকে নয়। একই ধরণের ঘোষণার জন দেখুন ৩:১৭; ১১:৯; ১২:১৪ আয়াত দেখুন।

৮:১৪ আইউব ২১-২৪ এই বিষয়ে বিস্তারিত বলে। জবুর ৭৩ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, তা যেন হুল ফুটানোর দিকে ধাপিত করে; ইউহোন্না ৫:২৮-২৯ আয়াত এর শেষ ব্যাখ্যা দান করে। *দুনিয়াতে।* ১:৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৮:১৫ ভোজন পান ও আমোদ করা। কৃতজ্ঞতার সাথে বলা হয়েছে (দেখুন ৫:১৯; ৯:৭ আয়াত; দ্বিঃবিঃ ৮)। একগুয়ে ভাবে বলা এই ধরনের কথার জন্য দেখুন লূক ১২:১৯-২০; ১করি ১৫:৩২ আয়াত।

৮:১৭ তত্ত্ব পেতে পারে না। দ্বিঃবিঃ ২৯:২৯ সারমর্ম দেয় যে, আমাদের কি জানতে এবং কি না জানতে দেওয়া হয়নি (রোমীয় ১১:৩৩ আয়াত তুলনা করুন)।

৯:১ মহব্বত বা ঘৃণা। ভবিষ্যত আল্লাহ্‌ অধীনে নিয়ন্ত্রিত এবং কেউ জানে না যে, ভবিষ্যত ভাল না মন্দ হবে।

৯:২ নির্বিশেষে সকলই ঘটে। ৩ আয়াত এবং নোট দেখুন। শুধু মাত্র জ্ঞানী এবং মূর্খ নয় (২:১৪ আয়াত) কিন্তু ভাল এবং মন্দকে সমান করা হয়েছে, ৩:২০ আয়াতের উল্লেখিত ধারণা অনুসারে। শিক্ষকের যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে তা (শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের বাইরে) আল্লাহ্‌ চূড়ান্তভাবে দেখবেন যে, বিচার সম্পন্ন হয়েছে, ৮:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৩ অন্তঃকরণ দুষ্টতায় পরিপূর্ণ। দৃশ্যত সাধারণ ভাগ্য (ধার্মিক এবং দুষ্ট উভয়ই মারা যায়) কিছু লোককে গুনাহ্‌ করতে উৎসাহ দেয়।

৯:৫ আর কোন ফলও হয় না। মৃতেরা এই জীবনের আনন্দের এবং পরিশ্রম থেকে পুরস্কার গ্রহণের সকল সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে (৬ আয়াত দেখুন)।

না এবং তাদের আর কোন ফলও হয় না, কারণ
লোকে তাদের বিষয় ভুলে যায়। ৬ তাদের
মহব্বত, তাদের ঘৃণা ও তাদের ঈর্ষা সকল কিছুই
বিনষ্ট হয়ে গেছে; সূর্যের নিচে যে কোন কাজ
করা যায়, তাতে কোনকালেও তাদের আর কোন
অধিকার হবে না।
৭ তুমি যাও, আনন্দপূর্বক তোমার খাদ্য
গ্রহণ কর, হৃষ্টচিত্তে তোমার আঙ্গুর-রস পান কর,
কেননা আল্লাহ্‌ আগে থেকেই তোমার সমস্ত কাজ
গ্রাহ্য করে আসছেন। ৮ তোমার কাপড় সর্বদা
সাদা রংয়ের থাকুক, তোমার মাথায় তেলের
অভাব না হোক। ৯ সূর্যের নিচে আল্লাহ্‌ তোমাকে
অসার জীবনের যত দিন দিয়েছেন, তোমার
সেসব অসার দিন থাকতে তুমি নিজের প্রিয়া স্ত্রীর
সঙ্গে সুখে জীবন যাপন কর, কেননা জীবনের
মধ্যে এবং তুমি সূর্যের নিচে যে পরিশ্রমে পরিশ-
্রান্ত হচ্ছো, তার মধ্যে এ-ই তোমার অধিকার।
১০ তোমার হাত যে কোন কাজ করতে পারে,
তোমার শক্তির সঙ্গে তা কর; কেননা তুমি যে
স্থানে যাচ্ছ, সেই পাতালে কোন কাজ কি সঙ্কল্প,
বা বিদ্যা বা প্রজ্ঞা, কিছুই নেই।
১১ আমি ফিরলাম ও সূর্যের নিচে দেখলাম
যে, দ্রুতগামীদের দ্রুতগমন, বা বীরদের যুদ্ধ, বা
জ্ঞানবানদের অন্ন, বা বুদ্ধিমানদের ধন, বা
বিজ্ঞদেরই দয়া লাভ হয়, এমন নয়, কিন্তু
সকলের কাছে সময় ও সুযোগ আসে।
১২ বাস্তবিক মানুষও নিজের কাল জানে না; যেমন
মাছ অশুভ জালে ধৃত হয়, কিংবা যেমন
পাখিগুলো ফাঁদে ধৃত হয়, তেমনি বনি-আদমেরা
অশুভকালে ধরা পড়ে, তা হঠাৎ তাদের উপরে
এসে পড়ে।

হীনবুদ্ধির চেয়ে প্রজ্ঞা ভাল

১৩ আবার আমি প্রজ্ঞাকে সূর্যের নিচে
এভাবে দেখেছি, আর তা আমার দৃষ্টিতে মহৎ
বোধ হল। ১৪ একটি ক্ষুদ্র নগর ছিল, তাতে
লোক অল্প ছিল; পরে মহান কোন বাদশাহ্‌ এসে
তা বেষ্টন করে তার বিরুদ্ধে বড় বড় দুর্গ নির্মাণ
করলেন। ১৫ আর ঐ নগরের মধ্যে এক জন
জ্ঞানবান দরিদ্র লোককে পাওয়া গেল; সে তার
প্রজ্ঞা দ্বারা নগরটি রক্ষা করলো, কিন্তু সেই দরিদ্র
লোকটিকে কেউই স্মরণ করলো না। ১৬ তখন
আমি বললাম, পরাক্রম থেকে প্রজ্ঞা উত্তম, তবুও
দরিদ্রের প্রজ্ঞাকে তুচ্ছ করা হয় ও তার কথা
কেউ শোনে না।

ভিন্ন ভিন্ন নীতি কথা

১৭ হীনবুদ্ধিদের মধ্যে কর্তৃত্বকারীর চিৎকারের
চেয়ে জ্ঞানবানদের কথা শান্তি-স্থানে বেশি শোনা
হয়। ১৮ যুদ্ধাস্ত্রের চেয়েও প্রজ্ঞা উত্তম, কিন্তু এক
জন গুনাহ্‌গার বহু মঙ্গল বিনষ্ট করে।

১০
১ মৃত মাছি দ্বারা বণিকের সুগন্ধি তেল
দুর্গন্ধ হয় ও ফেনা ওঠে; প্রজ্ঞা ও
সম্মানের চেয়ে যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞানতার ভার বোশ।
২ জ্ঞানবানের হৃদয় তার ডানে, কিন্তু হীনবুদ্ধির
হৃদয় তার বামে থাকে। ৩ আবার পথে চলবার
সময়েও অজ্ঞানের হৃদয় জ্ঞানশূন্য থাকে, আর
সে প্রত্যেক জনকে দেখায় যে, সে অজ্ঞান।
৪ যদিও তোমার উপরে শাসনকর্তার মনে বিরুদ্ধ
ভাব জন্মে, তবুও তোমার স্থান ছেড়ো না,
কেননা শান্তভাব বড় বড় গুনাহ্‌ ক্ষান্ত করে।
৫ আমি সূর্যের নিচে একটি মন্দ বিষয় দেখেছি,
তা শাসনকর্তা থেকে উৎপন্ন ভুলের মত দেখায়;
৬ অজ্ঞানতা অতি উচ্চপদে স্থাপিত হয় এবং
ধনবানেরা নিচু পদে বসে। ৭ আমি
গোলামদেরকে ঘোড়ার উপরে এবং
অধিপতিদেরকে গোলামের মত পায়ে হেঁটে
চলতে দেখেছি।
৮ যে খাদ খনন করে, সে তার মধ্যে পড়বে; ও
যে ব্যক্তি বেড়া ভেঙ্গে ফেলে, সাপে তাকে দংশন
করবে। ৯ যে ব্যক্তি পাথর সরায় সে তাতেই
ব্যথা পাবে ও যে ব্যক্তি কাঠ কাটে সে তাতে

[৯:৬] আইউ ২১:২১।
[৯:৭] শুমারী ৬:২০।
[৯:৮] প্রকা ৩:৪।
[৯:৯] মেসাল ৫:১৮।
[৯:১০] ১শামু ১০:৭।
[৯:১০] শুমারী ১৬:৩৩; জবুর ৬:৫; ইশা ৩৮:১৮।
[৯:১১] আমোস ২:১৪-১৫।
[৯:১১] আইউ ৩২:১৩; ইশা ৪৭:১০; ইয়ার ৯:২৩।
[৯:১১] দ্বি:বি ৮:১৮।
[৯:১২] জবুর ৭৩:২২; হেদা ২:১৪।
[৯:১৩] ২শামু ২০:২২।
[৯:১৫] পয়দা ৪০:১৪।
[৯:১৬] ইষ্টের ৬:৩।
[৯:১৮] হেদা ২:১৩।
[১০:১] মেসাল ১৩:১৬; ১৮:২।
[১০:৩] মেসাল ১৩:১৬।
[১০:৬] মেসাল ২৯:২।
[১০:৭] মেসাল ১৯:১০।
[১০:৮] ইষ্টের ২:২৩; জবুর ৯:১৬; আমোস ৫:১৯।
[১০:৯] মেসাল ২৬:২৭।

৯:৭-৯ ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য গিলগামিশের একটি সেকশন রয়েছে (১০.৩.৬-১৪) যার লক্ষণীয়ভাবে এই অনুচ্ছেদের সাথে মিল রয়েছে, যা প্রাচীন প্রজ্ঞা সাহিত্যের আন্তর্জাতিক স্বাদ বর্ণনা করে।

৯:৭ ৮:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৮ কাপড় সর্বদা সাদা রংয়ের থাকুক ... মাথায় তেলের অভাব না হোক। আনন্দের প্রকাশ (জবুর ৪৫:৭ এবং নোট দেখুন)।

৯:১০ কলসীয় ৩:২৩ আয়াত তুলনা করুন।

৯:১১ সময় ও সুযোগ। সাফল্য অনিশ্চিত– এর আরও প্রমাণ যে, মানুষ চূড়ান্তভাবে ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রন করে না।

৯:১২ কাল। ধ্বংসের। আদম-সন্তানেরা অশুভকালে ধরা পড়ে। সাফল্য অনিশ্চিত, কারণ লোকেরা এত জ্ঞানী নয় যে, তারা জানবে যে কখন দুর্ভাগ্য তাদের উপর নেমে আসবে।

৯:১৫ কেউই স্মরণ করলো না। কারও প্রজ্ঞার উপর খুব বেশি আশা রাখার বিপক্ষে আরও সাবধানবাণী। এর সুখ্যাতি মিলিয়ে যাবে, এর মঙ্গল দ্রুত অসম্পন্ন হবে (১৮খ আয়াত) এবং মৃত্যুর প্রতি এর কোন উত্তর নেই (২:১৫-১৬ আয়াত)।

১০:১ যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞানতার ভার বেশী। ২বাদশাহ্‌ ২০:১২-১৯ আয়াত একটি আর্কষণীয় উদাহরণ দেয়।

১০:২ তার ডানে ... তার বামে। তারা অধিক মঙ্গল এবং কম মঙ্গলের জন্য থাকতে পারে (তুলনা করুন পয়দা ৪৮:১৩-২০ আয়াত); অথবা সম্ভবত এখানে, পরবর্তী ইহূদীদের লেখায় রয়েছে, ভালর জন্য এবং মন্দের জন্য (তুলনা করুন মথি ২৫:৩৩-৩৪, ৪১ আয়াত)।

১০:৫ শাসনকর্তা থেকে উৎপন্ন ভুলের। মানুষের শাসনের উপর শিক্ষকের পর্যবেক্ষণের জন্য দেখুন ৪, ৬-৭, ১৬-১৭, ২০ আয়াত; ৩:১৬; ৪:১-৩, ১৩-১৬; ৫:৮-৯; ৮:২-৬, ১০-১১; ৯:১৭ আয়াত।

১০:৬-৭ দেখুন মেসাল ১৯:১০ আয়াত এবং নোট; ৩০:২১-২২ আয়াত।

BACIB International Bible CHURCH

বিপদ্‌গ্রস্ত হবে। ১০ লোহা ভোঁতা হলে ও তাতে
ধার না দিলে তা চালাতে বেশি বল লাগে, কিন্তু
প্রজ্ঞাই কৃতকার্য হবার উপযুক্ত উপায়। ১১ মন্ত্রমুগ্ধ
হবার আগে যদি সাপে কামড় দেয়, তবে মন্ত্র
উচ্চারণে কোনো ফল নেই।
১২ জ্ঞানবানের মুখ থেকে বের হওয়া কথা
অনুগ্রহ নিয়ে আসে, কিন্তু হীনবুদ্ধির নিজের কথা
তাকে গ্রাস করে। ১৩ তার মুখ থেকে বের হওয়া
কথার আরম্ভটাই হল অজ্ঞানতা আর তার মুখের
শেষফলটা হল দুঃখদায়ক প্রলাপ। ১৪ অজ্ঞান
লোক অনেক কথা বলে; কিন্তু কি হবে, তা মানুষ
জানে না; এবং তারপর কি হবে, তা তাকে কে
জানাতে পারে? ১৫ হীনবুদ্ধি লোকের পরিশ্রম
তাকে ক্লান্ত করে, কেননা নগরে কিভাবে যেতে
হয় তা সে জানে না।
১৬ হে দেশ, ধিক্‌ তোমাকে, যদি তোমার
বাদশাহ্‌ বালক হন ও তোমার শাসনকর্তারা যদি
খুব ভোরে ভোজন করেন। ১৭ হে দেশ, সুখী
তুমি, যদি কুলীন-পুত্র তোমার বাদশাহ্‌ হন এবং
তোমার শাসনকর্তারা উপযুক্ত সময়ে ভোজন
করেন, বলবৃদ্ধির জন্য, মত্ততার জন্য নয়।
১৮ অলসতার জন্য ছাদ বসে যায় ও হাতের
শিথিলতার জন্য ঘরে পানি পড়ে। ১৯ হাসির জন্য
ভোজ প্রস্তুত করা হয় এবং আঙ্গুর-রস জীবন
আনন্দযুক্ত করে, আর টাকা সকলই যোগায়।
২০ মনের মধ্যেও বাদশাহ্‌কে বদদোয়া দিও না,
নিজের শয়নাগারে ধনীকে বদদোয়া দিও না;
কেননা শূন্যের পাখি সেই আওয়াজ নিয়ে যাবে;
যার পাখা আছে, সে সেই কথা জানাবে।

[১০:১১] জবুর ৫৮:৫; ইশা ৩:৩।
[১০:১২] মেসাল ১০:৩২।
[১০:১৪] হেদা ৫:৩।
[১০:১৬] ইশা ৩:৪-৫, ১২।
[১০:১৭] দ্বিঃবি ১৪:২৬; ১শামু ২৫:৩৬; মেসাল ৩১:৪।
[১০:১৮] মেসাল ২০:৪; ২৪:৩০-৩৪।
[১০:১৯] পয়দা ১৪:১৮; কাজী ৯:১৩।
[১০:২০] হিজ ২২:২৮।
[১১:১] ইশা ৩২:২০; হোশেয় ১০:১২।
[১১:৫] ইউ ৩:৮-১০।
[১১:৬] হেদা ৯:১০।
[১১:৭] হেদা ৭:১১।
[১১:৮] হেদা ১২:১।
[১১:৯] আইউ ১৯:২৯; হেদা ২:২৪; ৩:১৭।

জ্ঞানবান লোক যা করে

১১ ১ তুমি পানির উপরে তোমার খাবার
ছড়িয়ে দাও, কেননা অনেক দিনের
পরে তা পাবে। ২ সাত জনকে, এমন কি, আট
জনকেও অংশ বিতরণ কর, কেননা দুনিয়াতে কি
বিপদ ঘটবে তা তুমি জান না। ৩ মেঘগুলো যখন
বৃষ্টিতে পূর্ণ হয়, তখন ভূতলে পানি সেচন করে;
এবং গাছ যখন দক্ষিণে কিংবা উত্তরে পড়ে,
তখন সেই গাছ যে দিকে পড়ে, সে সেই দিকে
থাকে। ৪ যে জন বায়ু মানে, সে বীজ বপন
করবে না; এবং যে জন মেঘ দেখে, সে শস্য
কাটবে না। ৫ রূহের গতি ও গর্ভবতীর উদরস্থ
অস্থির বৃদ্ধি যেমন তুমি জান না, তেমনি সব
কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কাজও তুমি জান না।
৬ তুমি খুব ভোরে নিজের বীজ বপন কর এবং
সন্ধ্যাবেলাও কাজ থেকে বিরত থেকো না।
কেননা এটা কিংবা ওটা, কোন্‌টা সফল হবে,
কিংবা উভয় সমভাবে উৎকৃষ্ট হবে, তা তুমি জান
না।

যৌবনকালে আল্লাহ্‌র প্রতি মন দিতে উপদেশ

৭ সত্যিই, আলো সুন্দর এবং চোখের পক্ষে
সূর্যদর্শন ভাল। ৮ কোন মানুষ যদি অনেক বছর
জীবিত থাকে, তবে সেই সকলে আনন্দ করুক,
কিন্তু অন্ধকারের দিনগুলোও মনে রাখুক; কেননা
সেই সকল দিন অনেক হবে। যা যা ঘটে, সে
সবই অসার।
৯ হে যুবক, তুমি তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ
কর, যৌবনকালে তোমার হৃদয় তোমাকে
আহ্লাদিত করুক, তুমি তোমার হৃদয়ের আবেগ-

১০:১২ বাক্য। প্রজ্ঞার সাহিত্যে একটি প্রিয় বিষয় (উদাহরণস্বরূপ দেখুন মেসাল ১৫; ইয়াকুব ৩:২-১২)।

১০:১৫ হীনবুদ্ধি ... নগরে কিরূপে যেতে হয় তা সে জানে না। যেহেতু পাক-কিতাবে হীনবুদ্ধি হচ্ছে সে যিনি আল্লাহ্‌র শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করেন (৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন), এই রকম কারণসম্মত কথা (খুব সম্ভবত প্রবাদবাক্য) নিছক তুলনায় আরও বেশী নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে।

১০:১৬ যদি তোমার বাদশাহ্‌ বালক হন। একজন ছোট মনের ভুঁইফোঁড়, কিন্তু ৪:১৩ আয়াতের মত "দরিদ্র জ্ঞানবান যুবক" নন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৫:৮-২৫; হোসিয়া ৭:৩-৭ আয়াত, যা কিছু অল্প আয়ুপ্রাপ্ত দখলদার এবং দুশ্চরিত্র রাজপুরুষকে দেখায় যারা ইসরাইলের পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

১০:১৮ আলস্য ... শৈথিল্যে। ৪:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১৯ টাকা সকলই যোগায়। বিভিন্ন ভাবে এটি পড়া যায়– মানবীয় মূল্যবোধের উপর বিকৃত মন্তব্য হিসেবে, ভাল সময় কাটানোর বদলে ভাল উপার্জন করার বিষয়ে বিদ্রুপকারী পরামর্শ হিসেবে (প্রথম দুই লাইন দেখুন) অথবা অর্থের বহুমুখিতার বিষয়ে বলা হিসেবে (লূক ১৬:৯ আয়াত এবং নোট তুলনা করুন)।

১১:১ দুঃসাহসিক হোন, যেমন যারা সামুদ্রিক বাণিজ্যের ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং তার লাভ গ্রহণ করে। তবে সব সময়েই যে ভাল সময় আসে তা নয় (দেখুন মেসাল ১১:২৪ এবং নোট)।

১১:২ আপনার প্রচেষ্টাকে বৈচিত্রপূর্ণ করুন কারণ আপনি কখনই জানবেন না যে কোন উদ্যোগ ব্যর্থ হতে পারে। আপনার সমস্ত ডিম একটি ঝুড়িতে রাখবেন না। আপনার কর্মভারকে বৈচিত্রপূর্ণ করুন এবং ঝুঁকি কমান।

১১:৩-৬ মেঘগুলো ... গাছ ... বায়ু ... বীজ। আপনি যা করতে পারেন বা করতে পারবেন বলে আশা করেন তা নিয়ে খেলা করবেন না। যেখান থেকে পারেন শুরু করুন এবং আপনার ভূমিকা (অথবা জ্ঞান) এর সীমা সম্পর্কে অবগত হোন।

১১:৫ বায়ু। ইউহোন্না ৩:৮ তুলনা করুন (উভয় আয়াতে "বায়ু" এবং "রূহ্‌" একই শব্দ থেকে অনুবাদ করা)।

১১:৭-১০ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করুন (ইউ ১০:১০; ফিলি ১:১২ আয়াত এবং নোট তুলনা করুন)।

১১:৮,১০ অসার। ৭-১০ আয়াতে উল্লেখিত উপহারগুলোর বিপক্ষে সাবধানবাণী আমাদের বিমোহিত এবং বিভ্রান্ত করে। ৯ আয়াত আমাদের সত্যিকারের ধারায় নিয়ে যায়।

১১:৯ বিচারে। ১২:১৪ আয়াত এবং নোট দেখুন। বেহেশতী প্রশংসা অথবা দোষারোপের আশা জীবনের প্রত্যেকটি বিস্তারিতকে অসার করার বদলে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এটি জানা আমাদের হৃদয়ে নির্দেশনা এবং আমাদের চোখে বৈষম্য দান করে। এই অবস্থা আমাদেরকে ১২ অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত

তাড়িত পথগুলোতে ও তোমার চোখের দৃষ্টিতে
চল; কিন্তু জেনো, আল্লাহ্‌ এসব ধরে তোমাকে
বিচারে আনবেন। ১০ অতএব তোমার অন্তর
থেকে বিরক্তি দূর কর, শরীর থেকে দুঃখ
অপসারণ কর, কেননা তরুণ বয়স ও জীবনের
অরুণোদয়কাল অসার।
১২ ১ আর তুমি যৌবনকালে তোমার
সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ কর, যেহেতু দুঃসময়
আসছে এবং সেসব বছর সন্নিকট হচ্ছে, যখন
তুমি বলবে, এতে আমার প্রীতি নেই। ২ সেই
সময়ে সূর্য, আলো, চন্দ্র ও তারাগুলো অন্ধকারময়
হবে এবং বৃষ্টির পরে পুনর্বার মেঘ ফিরে
আসবে। ৩ সেই দিনে বাড়ির রক্ষকেরা ভয়ে
কাঁপবে, পরাক্রমী ব্যক্তিরা নত হবে ও
পেষণকারী লোকেরা সংখ্যায় অল্প হয়েছে বলে
কাজ ত্যাগ করবে এবং জানালা দিয়ে
দর্শনকারিণীরা অন্ধীভূতা হবে; ৪ আর পথের
দিকের দরজা রুদ্ধ হবে; তখন যাঁতার আওয়াজ
অতি সূক্ষ্ম হবে এবং পাখির কূজনে লোকে উঠে
দাঁড়াবে ও বাদ্যকারিণী কন্যারা সকলে ক্ষীণ
হবে। ৫ আবার লোকে উঁচু স্থানে যেতে ভয় পাবে
ও পথে ত্রাস হবে, কদম গাছে ফুল ফুটবে, ফড়িং
অতি কষ্টে চলবে; ও কামনা নিস্তেজ হবে; কেননা
মানুষ তার নিত্যস্থায়ী নিবাসে চলে যাবে ও
মাতমকারীরা পথে পথে বেড়াবে। ৬ সেই সময়ে
রূপার তার খুলে যাবে, সোনার পানপাত্র ভেঙ্গে
যাবে এবং ফোয়ারার ধারে কলস খণ্ড খণ্ড হবে ও
কূপে পানি তোলার চাকা ভেঙ্গে যাবে। ৭ আর
ধূলি আগের মত মাটিতে প্রতিগমন করবে; এবং
রূহ্‌ যাঁর দান, সেই আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিগমন
করবে। ৮ হেদায়েতকারী বলছেন, অসারের
অসার, সকলই অসার।

উপসংহার

৯ শেষ কথা, হেদায়েতকারী জ্ঞানবান ছিলেন;
তাই তিনি লোকদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং
মনোনিবেশ ও বিবেচনা করতেন, অনেক প্রবাদ
বিন্যাস করতেন। ১০ হেদায়েতকারী উপযুক্ত
শব্দের অনুসন্ধান করতেন এবং তিনি যা
লিখেছেন তা খাঁটি ও সত্য।
১১ জ্ঞানবানদের কথা রাখালের লাঠির মত,
তাদের সঙ্কলিত কথাগুলো শক্ত করে পোঁতা
গোঁজের মত, যেগুলো একই ভেড়ার রাখাল দ্বারা
দেওয়া হয়েছে। আর শেষ কথা এই, হে বৎস,
তুমি এসব থেকে উপদেশ গ্রহণ কর; ১২ অনেক
পুস্তক রচনার শেষ হয় না এবং অধ্যয়নের
আধিক্যে শরীরের ক্লান্তি হয়।
১৩ এসো, আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার শুনি;
আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও তাঁর সমস্ত হুকুম পালন
কর, কেননা এই সব মানুষের কর্তব্য।
১৪ কারণ আল্লাহ্‌ সমস্ত কাজ এমন কি, সমস্ত
গুপ্ত বিষয় বিচারে আনবেন– তা ভাল হোক বা
মন্দ হোক।

[১১:১০] জবুর ৯৪:১৯।
[১২:১] ২শামু ১৯:৩৫।
[১২:৪] ইয়ার ২৫:১০।
[১২:৫] ইয়ার ৯:১৭; আমোস ৫:১৬।
[১২:৭] পয়দা ২:৭; জবুর ১৪৬:৪।
[১২:৭] আইউ ২০:৮।
[১২:৮] হেদা ১:১।
[১২:৯] ১বাদশা ৪:৩২।
[১২:১০] মেসাল ২২:২০-২১।
[১২:১১] উজা ৯:৮; আইউ ৬:২৫।
[১২:১২] হেদা ১:১৮।
[১২:১৩] হিজ ২০:২০; ১শামু ১২:২৪; আইউ ২৩:১৫; জবুর ১৯:৯।
[১২:১৪] আইউ ৩৪:২১; জবুর ১৯:১২; ইয়ার ১৬:১৭; ২৩:২৪।

করেছে।

১২:১ যৌবনকালে। মাতম ৩:২৭ আয়াত তুলনা করুন।

১২:২-৫ প্রগতিশীল পতনে একটি চিত্রায়িত বর্ণনা; সুপরিণতির একটি রূপক বর্ণনা দান করে।

১২:৩ বাড়ির রক্ষকেরা। এটি এবং অন্যান্য রূপকগুলো শরীরের অংশগুলোর প্রতি নির্দেশ করে (হাত, পা, ইত্যাদি)। কিন্তু কল্পনাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিত নয় যা কবিতাকে নষ্ট করে যা স্বাধীনভাবেই চরিত্রগুলোকে, বিশেষ ভাবে অন্ধকার, ঝড়, ভেঙ্গে যাওয়া গৃহ, কূপ, আরও যে সব আক্ষরিক বর্ণনা ৫ আয়াতে পাওয়া যায়।

১২:৫ কদম গাছে। এর ম্লান হয়ে যাওয়া ফুল বয়সকালের সাদা চুলকে বোঝায়। *ফড়িং।* সাধারণত চটপটে, শীতের সকালে এর ধীর গতি (নাহুম ৩:১৭) বয়সকালের কঠিনতার বিষয়ে মনে করিয়ে দেয়। *নিত্যস্থায়ী নিবাসে।* প্রসঙ্গে এটি সরলভাবে কবরের কথা বলে, তার বাইরে নয় (দেখুন আইউব ১০:২১ এবং নোট; ১৭:১৩ আয়াত)।

১২:৬ রূপার তার ... সোনার পানপাত্র। একটি ঝুলন্ত বাতি যা রূপার শেকল দ্বারা ঝুলে আছে। এটা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় প্রকাশ করে। তাহলে এই বাতি এবং সৌন্দর্য শেষ হয়ে যাবে, যা বোঝায় যে জীবন কতটা ভঙ্গুর।

১২:৮ অসার। ১:২ আয়াত এবং নোট দেখুন; আরও দেখুন ভূমিকা: সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। এই ধরণের "আসমানের নিচের" জীব (আল্লাহ্‌কে ছাড়া, এই পৃথিবীতে), ভেঙ্গে যাওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সাথে চাওয়া আমাদের সম্পর্ক এবং তাঁর বিচার নিশ্চিত– এই বিষয়ের সাথে 'অসার' শেষ শব্দ নয়। *হেদায়েতকারী।* ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:৯ মনোনিবেশ ও বিবেচনা করতেন। একটি কঠোর প্রক্রিয়া, সত্য এবং উপলব্ধিকে অনুসন্ধানে যন্ত্রনাকে ছাড় না দিয়ে।

১২:১১ একই মেষপালক দ্বারা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির অন্যদিকে এটা স্বীকার করে যে, পাক-কিতাব এখন তার নিজের শ্রেণীকক্ষেই আছে যা ১২ আয়াত জোর দেয়।

১২:১৩ আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ভালবাসার শ্রদ্ধা হচ্ছে প্রজ্ঞার (জবুর ১১১:১০; মেসাল ১:৭ আয়াত এবং নোটসমূহ) এবং এর সাথে এর বিষয়সমূহের এবং এই লক্ষ্যের এবং উপসংহারের ভিত্তি। *এই সব মানুষের কর্তব্য।* এখানে আমাদের পূর্ণতা, আমাদের সকলকে সকল অর্থহীনতা থেকে বের করে আনে।

১২:১৪ সমস্ত কাজ ... বিচারে আনবেন। এই সত্যে আভাস এই কিতাবের মাঝামাঝি জায়গায় দেওয়া হয়েছে। দেখুন ৮:১২-১৩; ১১:৯ আয়াত এবং নোট; আরও দেখুন মথি ১২:৩৬; ১করি ৩:১২-১৫ এবং নোটসমূহ ২করি ৫:৯-১০; ইবরানী ৪:১২-১৩ আয়াত। *সমস্ত গুপ্ত বিষয়।* রোমীয় ২:১৬ আয়াত দেখুন।